পশ্চিমবাংলার উদ্ভিদ

বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া
কলিকাতা

প্রথম খণ্ডের গোত্রগুলির
ও পুষ্পসঙ্কেত, বিভিন্ন
জন্য সহায়তা নেওয়া গ্র
তালিকা, দ্বিতীয় খণ্ডের
ও গণগুলির বিবরণ ও ।
পুষ্পসঙ্কেত এবং ভারে
থেকে টিলিয়েসি গোত্রের
প্রজাতির ফলফুলের পরি
সময়, প্রাপ্তিস্থান, ব্যবহা
উপকারিতা সমেত সচিত্র
দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়।

প্রচ্ছদ ঃ সামনে ঃ ছা
পিছনে ঃ শিউ

পশ্চিমবাংলার উদ্ভিদ

দ্বিতীয় খণ্ড
(ভায়োলেসি থেকে টিলিয়েসি)

শান্তিরঞ্জন ঘোষ

বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া
কলিকাতা

© Government of India, 1998

Date of Publication : December, 1998

No part of this publication can be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or means by electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission of the Director, Botanical Survey of India.

প্রচ্ছদ : সামনে : ছাতিম (অল্‌স্টোনিয়া স্কলারিস)
পিছনে : শিউলি (নিক্ট্যান্‌থেস্‌ আর্বর-ট্রিস্‌টিস্‌)

Published by the Director, Botanical Survey of India, P-8 Brabourne Road, Calcutta - 700001 and Composed & Printed at M/s. Partha Banerjee, 58, Atindra Mukherjee Lane, Sibpur, Howrah - 711 102, Phone : 246-2911, 660-4480

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
ভূমিকা		১
গ্রন্থপঞ্জী		৩
প্রথম খণ্ডের গোত্রগুলির বিবরণ ও পুষ্পসঙ্কেত		৫
দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত গোত্র ও গণের পরিচয়		১৩
উদ্ভিদ গোত্র		
ভায়োলেসি	(Violaceae)	৮৫
বিক্সাসি	(Bixaceae)	১০২
ককলোসপারমেসি	(Cochlospermaceae)	১০৩
ফ্ল্যাকর্সিয়েসি	(Flacourtiaceae)	১০৪
পিটোস্পোরেসি	(Pittosporaceae)	১১৬
পলিগ্যালাসি	(Polygalaceae)	১১৭
ক্যারিয়োফাইলেসি	(Caryophyllaceae)	১৩০
পর্টুলাকেসি	(Portulacaceae)	১৬৪
ট্যামারিকেসি	(Tamaricaceae)	১৭২
ইলাটিনেসি	(Elatinaceae)	১৭৭
হাইপেরিকেসি	(Hypericaceae)	১৮০
ক্লুসিয়েসি	(Clusiaceae)	১৯৮
থিয়েসি	(Theaceae)	২১৫
অ্যাক্টিনিডিয়েসি	(Actinidiaceae)	২২৫
স্ট্যাকিউরেসি	(Stachyuraceae)	২৩৩
ডিপ্টেরোকার্পেসি	(Dipterocarpaceae)	২৩৪
মালভেসি	(Malvaceae)	২৩৯
বোম্বাকেসি	(Bombacaceae)	৩০১
স্টারকিউলিয়েসি	(Sterculiaceae)	৩০৫
টিলিয়েসি	(Tiliaceae)	৩৪২
সূচী		৩৬৫

পর্টুলাকা

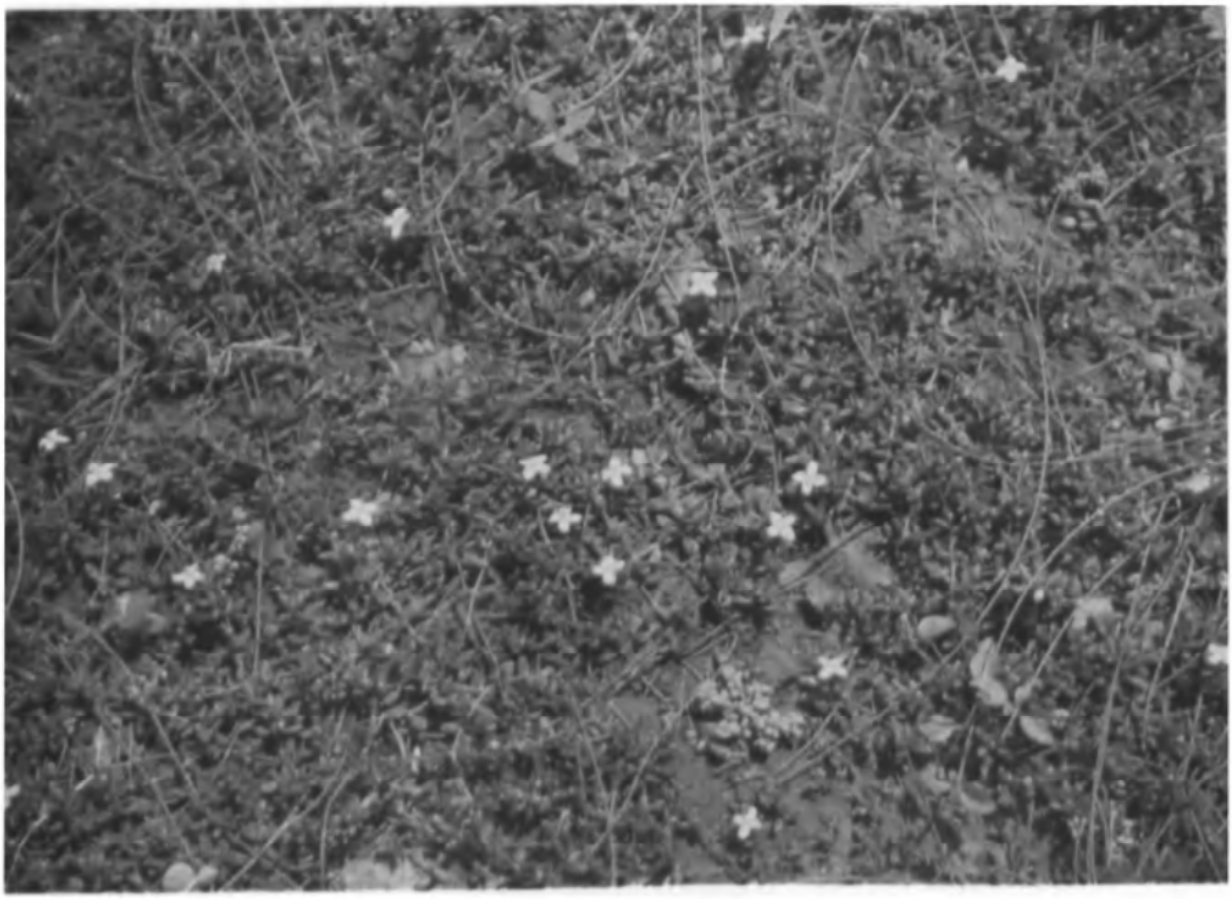

ছোট নুনিয়া বা লুনিয়া

ট্যালিনাম বা ত্যালিনাম

নাগেশ্বর

তমাল

বড় অতিবলা বা পেটারি

বনকাপাস

কাঁটাজবা

চেকুর, চুকর বা লালমেস্তা

শ্বেত বেড়েলা বা বেরেলা

কুনগুইয়া বা লবলতি

বাওবাব বা গোরখআমলি

লাল হলদে শিমুল

উলোটকম্বল বা ওলোটকম্বল

ডোমরুপানি

নিপলতুঁত

আতমোরা বা আতমোড়া

সুন্দরী বা সুন্দ্রি

কতলতা বা দূপুরেমণি

উদাল

কোকো

হলদে বনওখরা

ভূমিকা

গভীর সন্তোষের সঙ্গে উল্লেখ করছি আমাদের দেশের স্বাধীনতার ৫০তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে পশ্চিমবাংলার উদ্ভিদ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসের ২৯ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভিদবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও উৎসাহী ব্যক্তিদের নিকট থেকে এই গ্রন্থটি প্রকাশের কাজকে ত্বরান্বিত ও সম্পূর্ণ করবার নানাভাবে আবেদন আমাদের কাছে এসেছে।

পশ্চিমবাংলার উদ্ভিদ গ্রন্থটি ৭ খণ্ডে প্রকাশিত হবে বলে আশা আছে; দ্বিতীয় খণ্ডটি বেশ দ্রুতই প্রকাশ করার ব্যবস্থা করতে পারায় আমরা তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের কাজে হাত দিতে পেরেছি।

প্রথম খণ্ডের র‍্যানানকুলেসি থেকে রেসেডেসি পর্যন্ত মোট ১৬টি গোত্রের বিবরণ ও পুষ্পসঙ্কেত সমেত দ্বিতীয় খণ্ডে ভায়োলেসি থেকে টিলিয়েসি পর্যন্ত মোট ২০টি গোত্রের বিবরণ, পুষ্পসঙ্কেত, গণ গুলির পরিচয়, গোত্রের অন্তর্গত প্রজাতিদের ছবিসহ বিবরণ, বাংলা ও স্থানীয় নাম সহ বৈজ্ঞানিক নাম, ফুল ও ফলের সময়, পশ্চিমবাংলায় প্রাপ্তিস্থান, ব্যবহার ও উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে।

এই খণ্ডটি প্রকাশে যারা সাহায্য করেছেন তারা হলেন সর্বশ্রী উৎপল চ্যাটার্জী, আর. জি. ভক্ত, হরমোহন মুখার্জী, সমীরণ রায়, বাসবেন্দ্র ঘোষ; কিছু প্রজাতির ছবি এঁকে দিয়ে যারা সাহায্য করেছেন তারা হলেন এইচ. কে. বারুই, পি.কে.দাস, সুনীল গুহ ও নিলিম শ্যাম, এইচ. এন. রায়; রঙিন ছবি তুলে দিয়ে সাহায্য করেছেন সুভাষ ঘোষ।

গ্রন্থপঞ্জী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইণ্ডিয়ান মেডিসিনাল প্ল্যান্টস্ কে. আর. কীর্তিকার ও বি. ডি. বসু, খণ্ড ১-৪, ১৯৩৩।

এ ডিকসনারি অফ দি ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস্ এ্যাণ্ড ফার্ণস জে. সি. উইলিস, এইচ. কে. এয়ারি শ কর্তৃক সংশোধীত, কেম্ব্রিজ, ১৯৭৩।

এ রিভাইস্ড সার্ভে অফ ফরেস্ট টাইপ্স অফ ইণ্ডিয়া - এইচ. জে. চ্যাম্পিয়ন ও এস. কে. শেঠ, ১৯৬২।

গার্ডেন ফ্লাওয়ার্স বিষ্ণু স্বরূপ, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, নিউদিল্লী।

গ্লসারি অফ ইণ্ডিয়ান মেডিসিনাল প্ল্যান্টস্ - আর. এন. চোপরা, এস. এল. নায়ার ও আই. সি. চোপরা, সি. এস. আই. আর, ১৯৮০।

চিরঞ্জীব বনৌষধি, ১ ১১ খণ্ড শিবকালি ভট্টাচার্য, কলিকাতা।

জিয়োলজি এ্যাণ্ড মিনারেল রিসোর্সেস অফ দি স্টেটস্ ইন ইণ্ডিয়া, পার্ট ১ ঃ ওয়েস্টবেঙ্গল, পৃ. ১-২১, ১৯৭৪, জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা।

ট্যাক্সোনমিক লিটারেচার, ১ ৮ খণ্ড, ফ্রান্সিস এ. স্ট্যাফলিউ ও রিচার্ড এস. কাওয়ান, ১৯৮৬।

ট্রিস্ অফ ক্যালকাটা এ্যাণ্ড ইটস্ নেভারহুড এ. পি. বেম্বল, ১৯৪৬।

ট্রিস্ অফ নর্থ বেঙ্গল এ. এম. এবং জে. এম. কাওয়ান, ১৯২৯।

দি ওয়েল্থ ওফ ইণ্ডিয়া, ১ ৭ খণ্ড এবং ইউসফুল প্ল্যান্টস্ অফ ইণ্ডিয়া, সি. এস. আই. আর, নিউদিল্লী।

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয় - অধ্যাপক সুবোধ চন্দ্র বোস (বসু), ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, নিউদিল্লী।

প্ল্যান্টস্ অফ দার্জিলিং এ্যাণ্ড দি সিকিম হিমালয়াস্ কালিপদ বিশ্বাস, ১৯৬৬।

ফনা অফ ওয়েস্টবেঙ্গল, জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা।

ফরেস্ট অফ ওয়েস্টবেঙ্গল, গভর্ণমেন্ট অফ ওয়েস্টবেঙ্গল, ১৯৬৪।

ফার্দার লিস্ট অফ হার্বাল ড্রাগস্ ইন ইণ্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি - উমাপদ সমাদ্দার ও জে. কে. সিকদার; জার্নাল অফ ইকোনমিক এ্যাণ্ড ট্যাক্সোনমিক বোটানি, খণ্ড ১১, সংখ্যা ২, ১৯৮৭।

ফ্লোরা অফ ইণ্ডিয়া, বিভিন্ন খণ্ড; ফ্লোরা অফ ওয়েস্টবেঙ্গল, বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, কলিকাতা।

ফ্লোরা অফ ইস্টার্ন হিমালয়াস, ৩ খণ্ড, হিরোসি হারা, ১৯৬৬, ১৯৭১, ১৯৭৫।

ফ্লোরা তামিলনাড়ু কার্ণাটিক উইথ ইলাস্ট্রেশন্ কে. এম. ম্যাথু, ১৯৮২।

ফ্লোরা অফ দিল্লী এ্যাণ্ড ইলাস্ট্রেশন্স্ টু দি ফ্লোরা অফ দিল্লী জে. কে. মাহেশ্বরী, ১৯৬৩, ১৯৬৬।

বাংলার বন মিহির সেন

গুপ্ত, কলিকাতা।

বেঙ্গল প্ল্যান্টস্, ১ ২ খণ্ড, পুনর্মুদ্রিত ডেভিড প্রেন; বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, ১৯৬৩।

বিউটিফুল ট্রিস্ এ্যাণ্ড শ্রাবস্ অফ ক্যালকাটা - আর. কে. চক্রবর্তী ও এস. কে. জৈন; বি. এস. আই, ১৯৮৪।

ভারতীয় বনৌষধি, ১ ৪ খণ্ড - ডঃ কালিপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, কলিকাতা।

ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাংলা সঙ্কর্ষণ রায়, ১৯৭৯, কলিকাতা।

ম্যানুয়াল অফ কাল্টিভেটেড প্ল্যান্টস্ এল. এইচ. বেলি; ম্যাকমিলন পাবলিসিং কোম্পানি, নিউইয়র্ক, ১৯৪৯।

রিজিয়োনাল জিয়োগ্রাফি - আর. এল. সিং; ন্যাশানাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া, বারাণসী, ১৯৭১।

সাপ্লিমেন্ট টু গ্লসারি অফ ইণ্ডিয়ান মেডিসিনাল প্ল্যান্টস্ আর. এন. চোপরা, আই. সি. চোপরা, বি. এস. ভার্মা; সি. এস. আই. আর, ১৯৯২।

সেকেণ্ড সাপ্লিমেন্ট টু গ্লসারি অফ ইণ্ডিয়ান মেডিসিনাল প্ল্যান্টস্ উইথ অ্যাক্টিভ প্রিন্সিপল্স্, পার্ট ১ (এ কে) এল. ভি. অসলকার, কে. কে. কাক্কার এবং জে. চাক্রে; সি. এস. আই. আর. ১৯৯২।

সুপার গ্রিনস্, সুপার হেল্‌থ স্টেটসম্যান পত্রিকা, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৯৭, নাইজেল হক্স্ টাইমস্ অফ লন্ডন।

স্ট্যান্ডার্ড সাইক্লোপেডিয়া অফ হর্টিকালচার, খণ্ড ১ ৩, দি ম্যাকমিলান কোম্পানী, নিউইয়র্ক, ১৯৫৮।

হার্বাল ড্রাগস্ ইন ইণ্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি এস. এল. কাপুর ও আর. মিত্র; ন্যাশানাল বোটানিক্যাল ইনস্টিটিউট, লক্ষ্ণৌ।

প্রথম খণ্ডের গোত্রগুলির বিবরণ ও পুষ্পসঙ্কেত

র‍্যানানকুলেসি (Ranunculaceae)

বর্ষ ও বহুবর্ষজীবী, খাড়া, স্টোলনযুক্ত বীরুৎ, কদাচিৎ গুল্ম বা কাষ্ঠময় রোহিণী; পাতা মূলজ এবং কাণ্ডজ, একান্তর, কদাচিৎ অভিমুখী, অখণ্ড বা করতলাকার, ত্রয়াত্মক বা পক্ষলভাবে বিভক্ত, কোন কোন সময় যৌগিক; উপপত্রবিহীন বা বৃন্ত কোন কোন সময় চওড়া হয়ে উপপত্রের মত কর্ণসদৃশ অঙ্গ সৃষ্টি করে; পাতার গোড়া আবরণীযুক্ত; পুষ্পবিন্যাস ১-টি ফুলযুক্ত, সাইমোস, রেসিমোস, থিরসয়েড বা প্যানিকুলেট; ফুল সমাঙ্গ বা অসমাঙ্গ, উভলিঙ্গী বা একলিঙ্গী, সহবাসী, মিশ্রবাসী বা কদাচিৎ ভিন্নবাসী; সমস্ত অঙ্গ গর্ভনিম্ন; বৃত্যাংশ ৩-৮টি, বেশীরভাগ সময় ৫টি, মুক্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে আকর্ষণীয়, পাপড়ি সদৃশ, সর্বোচ্চ বৃত্যাংশটি অবতল, নৌকা বা হেলমেট আকারের, কদাচিৎ স্পারযুক্ত; পাপড়ি ৫ বা ০-১২, মুক্ত, কয়েকক্ষেত্রে ফানেল আকার, কোন কোন সময় স্পারযুক্ত, প্রায়শই গোড়ায় মধুগ্রন্থি থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে মধু স্কেল বা পুংকেশর ও পুষ্পপুটের মধ্যে মধু পাতা থাকে; পুংকেশর সাধারণতঃ অনেক, কদাচিৎ ৮-২০টি, সর্পিলভাবে সজ্জিত, মুক্ত, কদাচিৎ বাহিরেরগুলি পাপড়ি সদৃশ, পরাগধানী ছোট, পাদলগ্ন, বহি বা অন্তর্মুখী; গর্ভপত্র ১-অনেক, সর্পিলভাবে সজ্জিত, ১ কোষ্ঠীয়, গর্ভদণ্ড ছোট বা লম্বাটে, গর্ভমুণ্ড ছোট, বৃন্তহীন; ডিম্বক একটি, মূলীয়, বা কয়েকটি থেকে অনেক, প্রান্তীয় বা ঝুলন্ত; ফল ১টি বীজ যুক্ত, গুচ্ছবদ্ধ, অবিদারী একিন বা কয়েকটি রা অনেক বীজযুক্ত ফলিকল, বিদারী, কদাচিৎ ক্যাপসুল বা বেরীর মত; বীজ ছোট, রসাল।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\oplus \cdot|\cdot ⚥\ K_{৫\text{ বা }৩-৮}\ C_{৫\text{ বা }\infty}\ A_{\infty}\ \underline{G}_{১-\infty}$

ডিলেনিয়েসি (Dilleniaceae)

বৃক্ষ, গুল্ম, রোহিণী বা মূলজ পাতা সমেত বীরুৎ; পাতা সরল, একান্তর বা সর্পিলভাবে সজ্জিত, কদাচিৎ অভিমুখী, অখণ্ড বা দেঁতো, পার্শ্বশিরা স্পষ্ট ও সমান্তরাল, উপপত্র অনুপস্থিত বা যদি থাকে পক্ষ সদৃশ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশুপাতী; ফুল একক, গুচ্ছবদ্ধ বা প্যানিকল পুষ্পবিন্যাসে হয়, বহু প্রতিসম, উভলিঙ্গী, নিম্নস্থানী, সাধারণতঃ হলদে বা সাদা; বৃত্যাংশ ৫টি, বিসারী বা সর্পিলভাবে সজ্জিত, স্থায়ী, প্রায়শই বৃদ্ধিশীল, ফলে পুরু ও রসাল হয়; পাপড়ি ৩-৫টি, মুক্ত, বিসারী, আশুপাতী; পুংকেশর অসংখ্য, কদাচিৎ ৭-১০টি, মুক্ত, গুচ্ছে গোড়ায় যুক্ত, সাধারণতঃ স্থায়ী; স্ট্যামিনোড অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে, পুংদণ্ড শীর্ষে স্ফীত, পরাগধানী ২ কোষ্ঠীয়, পাদলগ্ন, আয়তাকার, শীর্ষের ছিদ্র দ্বারা খোলে; গর্ভপত্র ১-২০, অধিগর্ভ, মুক্ত, কেন্দ্রীয় অক্ষের সঙ্গে যুক্ত, গর্ভদণ্ড মুক্ত, লম্বাটে, অপসারী;

ডিম্বক ১-অনেক, অধঃমুখী, বক্রমুখী, পার্শ্বমুখী, অমরাবিন্যাস আক্ষিক; পাকা কার্পেল বিদারী; ফলিকল সদৃশ বা অবিদারী এবং ব্যাকেট, রসাল, বিসারী, বৃত্যাংশ দ্বারা ঢাকা; বীজ ১ বা কয়েকটি, এরিলযুক্ত বা নয়; সস্য রসাল, তৈলাক্ত।

পুষ্পসঙ্কেত : $\oplus$ ⚥ $K_{৫\ বা\ ৩-\infty}\ C_{৫-৩}\ A_{\infty}\ \underline{G}_{১-\infty}$

ম্যাগনোলিয়েসি (Magnoliaceae)

বৃক্ষ বা গুল্ম, রোমহীন বা কদাচিৎ রোমশ, সৌরভযুক্ত; পাতা সর্পিলভাবে সজ্জিত, সরল, অখণ্ড বা কোন কোন সময় খণ্ডিত, চিরসবুজ বা পর্ণমোচী; উপপত্র বিরাট, কুঁড়ি ঢেকে রাখে, পরে আশুপাতী, শাখার পর্বে চিহ্ন সৃষ্টি করে, কোন কোন সময় বৃন্তলগ্ন; ফুল একক, সাধারণতঃ উভলিঙ্গী, কদাচিৎ একলিঙ্গী, বড়, শীর্ষক, অঙ্গগুলি নিম্নস্থানী; পুষ্পবৃন্তে এক বা অধিক *সোথ* এর মত আশুপাতী মঞ্জরীপত্র থাকে; পুষ্পপুট সর্পিলভাবে সজ্জিত, বা একটি চক্রের বৃত্যাংশ এবং ২-৪টি চক্রের পাপড়িযুক্ত, সাধারণতঃ ৩ মেরাস বা কদাচিৎ ৫ মেরাস, অংশ সাধারণতঃ ৯ বা অধিক, কদাচিৎ কয়েকটি, সম বা অসম কঞ্চুকী, সাধারণতঃ সাদা বা লাল, অধিকাংশই সৌরভযুক্ত; পুংকেশর অসংখ্য, সর্পিলভাবে সজ্জিত, মুক্ত, স্ট্যামিনোড নেই, পরাগধানী সূত্রাকার বা আয়তাকার, ২ কোষ্ঠীয়, গর্ভপত্র অসংখ্য, কদাচিৎ কয়েকটি, কোন কোন সময় ২টি, লম্বাটে অক্ষে সর্পিলভাবে সজ্জিত, গর্ভমুণ্ড পর্বলগ্ন; ডিম্বক ২ থেকে কয়েকটি, অধঃমুখী; পাকা কার্পেল মুক্ত বা যুক্ত গর্ভপত্রী, লম্বাটে অক্ষে ফলিকল দ্বারা গঠিত, অধিকাংশই শুষ্ক, কদাচিৎ রসাল, বিদারী বা অবিদারী; বীজ বড়, সস্য তৈলাক্ত রসাল।

পুষ্পসঙ্কেত : $\oplus$ ⚥ ♂ ♀ $P_{৯-\infty}\ A_{\infty}\ \underline{G}_{\infty}$

স্কিস্যানড্রেসি (Schisandraceae)

গুল্ম, কাষ্ঠময়, রোহিণী বা আরোহী; শাখা একান্তর, পুরানো অংশ লেন্টিসেল যুক্ত; পাতা সরল, একান্তর বা গুচ্ছবদ্ধ, কোন কোন সময় পেলুসিড-পাংটেট, অখণ্ড বা সভঙ্গ ক্রকচ, উপপত্র বিহীন; ফুল ছোট, প্রধান শাখায়, সর্বশেষ পল্লবে বা পুরানো কাণ্ডে আক্ষিকভাবে, এককভাবে, জোড়ায় বা গুচ্ছবদ্ধভাবে হয়; একলিঙ্গী, সমাঙ্গ, অংশগুলি নিম্নস্থানী; প্রজাতিরা এক বা ভিন্নবাসী, পুষ্পবৃন্ত উপমঞ্জরীপত্র যুক্ত বা বিহীন; টোরাস গোলকাকার বা স্তম্ভাকার, পুষ্পপুট ৯-১৬টি, সর্পিলভাবে সজ্জিত, মুক্ত, ২-অনেক সারিতে থাকে; পুংফুল: পুংকেশর ৫-৬০টি, পুষ্পাধারকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকা দেয়, সর্পিলভাবে সজ্জিত; পুংদণ্ড ছোট, নীচে যুক্ত, পরাগধানী ২ কোষ্ঠীয়, বহি বা অন্তর্মুখী, লম্বালম্বিভাবে বিদারী; স্ত্রীফুল: গর্ভপত্র ২০-৩০টি, মুক্ত, *টোরাসে সর্পিলভাবে সজ্জিত,* ১ কোষ্ঠীয়, গর্ভদণ্ড ছোট,

ডিম্বক ২-৫টি, অধঃ বা বক্রমুখী; ফল গুচ্ছবদ্ধ, ড্রুপের মত বৃন্তহীন রসাল বা বেরীরমত অবিবিদারী প্রায় গোলকাকার গর্ভপত্র এবং রূপান্তরিত লম্বাটে টোরাস দ্বারা গঠিত; বীজ ১-৫টি, সস্য অনেক, তৈলাক্ত ।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\oplus$ ♂ ♀ $P_{৯\ \ ১৫}\ A_{৪\ \ \infty}\ \underline{G}_{১২\ \ \infty}$

অ্যানোনেসি (Annonaceae)

বৃক্ষ, গুল্ম বা রোহিণী; পাতা সরল, একান্তর, দ্বিসারিয়, উপপত্রহীন, অখণ্ড, চর্মবৎ, উপর পৃষ্ঠ চকচকে, নীচের পৃষ্ঠ ফিকে নীল; পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক বা প্রায় কাক্ষিক, পাতার বিপরীতে বা কাণ্ডজ বা ফুল একক বা কয়েকটি থেকে অনেক ফুল গুচ্ছবদ্ধভাবে হয়; ফুল উভলিঙ্গী, কদাচিৎ একলিঙ্গী, বড় বা ছোট, প্রায়শই সুগন্ধযুক্ত, অঙ্গগুলি নিম্নস্থানী; পুষ্পপুট অসম কঞ্চুকী; বৃত্যাংশ সাধারণতঃ ৩টি, মুক্ত বা গোড়ায় যুক্ত, সাধারণতঃ ভালভেট, কোন কোন সময় ফলে স্থায়ী; পাপড়ি ৬টি (৩+৩), কদাচিত ১২, ৮, ৪ বা ৩টি, ভালভেট, কদাচিৎ বিসারী, সাধারণতঃ মুক্ত, আকারে পরিবর্তনশীল; পুংকেশর অসংখ্য, মুক্ত, টোরাসের উপর সর্পিলভাবে সজ্জিত, কদাচিত ৩ বা ৬টি এবং আবর্তে থাকে, নিম্নস্থানী, পুংদণ্ড ছোট, পরাগধানী সাধারণতঃ লগ্ন, কোন কোন সময় পাদলগ্ন, বহির্মুখী, কোষ্ঠ স্পষ্ট নয় বা স্পষ্ট; গর্ভপত্র মুক্ত, সর্পিলভাবে সজ্জিত বা আবর্তে থাকে, অসংখ্য, ১ কোষ্ঠীয়, আয়তাকার, নলাকার থেকে বেলনাকার, ডিম্বক ১-অসংখ্য, যখন অনেক ২টি অক্ষীয় ও বহুপ্রান্তিক অমরাবিন্যাসে হয়; অধঃমুখী, গর্ভদণ্ড থাকে বা থাকে না, গর্ভমুণ্ড ক্যাপিটেট, কোন কোন সময় দ্বিখণ্ডিত বা পেল্টেট, টোরাস উত্তল, শঙ্কু আকৃতি, ডোম আকার বা চেপ্টা; পাকা কার্পেল অনেক, মুক্ত, আতায় কেবল যুক্ত, গোলকাকার, উপবৃত্তাকার থেকে বেলনাকার, কোন কোন সময় মালাকৃতি, সাধারণতঃ বেরী, কদাচিৎ ক্যাপসুল বা ফলিকল; বীজ ১-অসংখ্য, ১-২ সারিতে থাকে ।

পুষ্পসঙ্কেতঃ $\oplus$ ⚥ $K_{৩}\ C_{৩+৩}\ A_{\infty}\ \underline{G}_{\infty}$

মেনিসপারমেসি (Menispermaceae)

বীরুৎ, গুল্ম, রোহিণী বা লতানে, খাড়া বা ব্রততী, কদাচিৎ বৃক্ষ, ভিন্নবাসী বা কদাচিত একবাসী; পাতা সর্পিলভাবে সজ্জিত, উপপত্রহীন, সরল বা কিছুক্ষেত্রে যৌগিক, অখণ্ড বা করতলাকারভাবে খণ্ডিত, পেল্টেট বা পেল্টেট নয়, শিরা করতলাকারভাবে বিন্যস্ত; বৃন্ত গোড়ায় এবং শীর্ষে স্ফীত; পুষ্পবিন্যাস সাধারণতঃ কাক্ষিক বা পুরানো কাণ্ডে হয়, রেসিম, গুচ্ছবদ্ধ, প্যানিকল বা সাইম, মঞ্জরীপত্র ছোট, প্রায়শই পাতা সদৃশ, উপমঞ্জরীপত্র ছোট; ফুল একলিঙ্গী, সমাঙ্গ বা অসমাঙ্গ, ২-৩ সারি, ছোট; পুষ্পপুট মুক্ত বা যুক্ত; ২-অসংখ্য সারিতে থাকে, প্রায়শই বৃতি ও দলমণ্ডলে বিভাজিত; বৃত্যাংশ ৬টি, ২-৪ সারিতে

হয়, বিসারী; পাপড়ি ১ বা দুটি আবর্তে ৩-৬টি; পুংফুল: পুংকেশর ২-অনেক, পুংদণ্ড মুক্ত বা বিভিন্নভাবে যুক্ত, প্রায়শই এ্যান্ড্রোফোরের উপর পেল্টেট সাইন্যানড্রিয়াম সৃষ্টি করে; পরাগধানী ২ বা ৪ কোষ্ঠীয়, পিষ্টিলোড ছোট বা অনুপস্থিত; স্ত্রীফুলঃ স্ট্যামিনোড ৬টি, গর্ভপত্র ১-৬টি, মুক্ত, অধিগর্ভ, গর্ভদণ্ড শীর্ষক বা মূলীয়, সরল বা গভীরভাবে খণ্ডিত, গর্ভমুণ্ড শীর্ষক, ক্যাপিটেট, ডিসকয়েড, অখণ্ড বা খণ্ডিত, ডিম্বক ১ বা ২টি, ভেণ্ট্রাল, পার্শ্বমুখী; ফল বৃন্তযুক্ত বা বৃন্তহীন, ড্রুপ বা ড্রুপগুচ্ছ; বীজ গোলকাকার, বৃক্কাকার বা বাঁকান।

পুষ্পসঙ্কেতঃ $\oplus$ ♂ ♀ $K_{৩+৩}\ C_{৩+৩}\ A_{৩+৩}\ \underline{G}_{৩}$

বারবেরিডেসি (Berberidaceae)

প্রায়শই কাঁটাযুক্ত বহুবর্ষজীবী গুল্ম বা কোন কোন সময় বীরুৎ, রোমহীন; পাতা একান্তর বা গুচ্ছবদ্ধ, সরল বা ১ পক্ষল, কোন কোন সময় ত্রয়াত্মকভাবে যৌগিক বা গভীরভাবে খণ্ডিত, চর্মবৎ, সাধারণতঃ কাঁটাযুক্ত, উপপত্র নেই; কুঁড়ি শল্কযুক্ত; ফুল সমাঙ্গ, উভলিঙ্গী, একক বা কয়েকটি থেকে অনেক ফুল গুচ্ছবদ্ধ, ছত্রাকার, রেসিমোস-ছত্রাকার, স্পাইক, সাইম বা প্যানিকল পুষ্পবিন্যাসে হয়, সাধারণতঃ হলদে, কোন কোন সময় সবুজাভ বা সাদা, কদাচিৎ লাল ছোপ যুক্ত; বৃত্যাংশ ২ সারিতে বা ৩টি করে আবর্তে হয়, বিসারী, মুক্ত, পাপড়ি সদৃশ; পাপড়ি ৬টি, নিম্নস্থানী, আশুপাতী, ২-অনেক সারিতে হয়, বিসারী, গোড়ায় ২টি আয়তাকার গ্রন্থি থাকে; পুংকেশর ৪-৬টি, পাপড়ির বিপরীতে হয়, মুক্ত বা কোন কোন সময় পাপড়িতে যুক্ত; পরাগধানী পাদলগ্ন, ২ কোষ্ঠীয়, ডিম্বাশয়, অধিগর্ভ, গর্ভপত্র ১টি, ডিম্বক কয়েকটি থেকে অনেক, মূলীয়, অধঃমুখী; গর্ভদণ্ড শীর্ষক, ছোট বা অনুপস্থিত; গর্ভমুণ্ড বড়, প্রসারিত বা শঙ্কু আকৃতি; ফল বেরী, কদাচিৎ ক্যাপসুল, সাধারণতঃ উপবৃত্তাকার, আয়তাকার; বীজ কোন কোন ক্ষেত্রে এরিলযুক্ত, গাঢ় লাল, লালচে বেগুনী, কালো বা ফিকে হলদে, হলদেটে বাদামী।

পুষ্পসঙ্কেতঃ $\oplus$ ♂ $P_{৩+৩+৩+৩}\ A_{৩+৩}\ \underline{G}_{১}$

পোডোফাইলেসি (Podophyllaceae)

বহুবর্ষজীবী বীরুৎ, মূল রসাল, রাইজোম সদৃশ; কাণ্ড খাড়া, শাখায় বিভক্ত নয়; পাতা ২(৩), একান্তর বা কাণ্ড শীর্ষে প্রায় অভিমুখী, সরল, কদাচিৎ ৩টি ফলকযুক্ত, গভীরভাবে করতলাকারভাবে খণ্ডিত এবং ক্রকচ বা কোন কোন সময় দ্বিখণ্ডিত, উপপত্র নেই, শিরা করতলাকারভাবে বিন্যস্ত; পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক সাইম, গুচ্ছবদ্ধ, প্রায় ছত্রাকার, রেসিম, স্পাইক, প্যানিকল বা ফুল একক; ফুল সমাঙ্গ, উভলিঙ্গী, খাড়া বা ঝুলন্ত, পুষ্পপুট অংশ ৯টি, বিসারী, ২-৩ সারিতে থাকে, বাহিরের তিনটি বৃত্যাংশ সদৃশ, আশুপাতী, ভিতরের ৬টি পাপড়ি সদৃশ; পুংকেশর ৩-৬টি, পরাগধানী পাদলগ্ন, বহির্মুখী, ডিম্বাশয় ১ কোষ্ঠীয়,

অধিগর্ভ, গর্ভপত্র ১টি, ডিম্বক এক থেকে অনেক, প্রান্তিক অমরাবিন্যাস, গর্ভমুণ্ড পেল্টেট, ফল রসাল বেরী বা বিদারী ফলিকল, বীজ অনেক ।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\oplus$ ⚥ $K_{৪ \; ১৫} \; C_{৬ \; ৯} \; A_{৪ \; ১৮} \; \underline{G}_{১}$

লার্ডিজাব্যালেসি (Lardizabalaceae)

লতা বা খাড়া গুল্ম, একবাসী বা ভিন্নবাসী; পাতা একান্তর বা অভিমুখী, সাধারণতঃ অঙ্গুলাকারভাবে যৌগিক, কদাচিৎ ২-৩ বার ত্রয়াত্মকভাবে বিভক্ত; অঙ্গুলাকার বা করতলাকার বা কদাচিত পক্ষলভাবে যৌগিক, উপপত্র নেই; বৃন্ত গোড়ায় স্ফীত; পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক রেসিম বা ফুল একক বা গুচ্ছবদ্ধ; ফুল একলিঙ্গী বা মিশ্রবাসী, সমাঙ্গ, অঙ্গগুলি ৩টি আবর্তে হয়; বৃত্যাংশ ১ বা ২টি সারিতে ৩ বা ৬টি, বিসারী, বাহিরেরগুলি ভালভেট, ভিতরেরগুলি পাপড়ি সদৃশ; পাপড়ি ৬ বা ০; পুংফুলঃ পুংকেশর ৬টি, পুংদণ্ড ছোট, মুক্ত বা নল ও স্তম্ভে যুক্ত; পরাগধানী মুক্ত, পাদলগ্ন, বহির্মুখী; পিস্টিলোড উপস্থিত বা অনুপস্থিত; স্ত্রীফুলঃ স্ট্যামিনোড ৬টি বা শূন্য, গর্ভপত্র ১-২টি আবর্তে ৩ বা ৬টি, অধিগর্ভ, মুক্ত, খাড়া, ১ কোষ্ঠীয়, ডিম্বক ২ বা অধিক সারিতে অসংখ্য, অমরাবিন্যাস বহুপ্রান্তিক বা ভেণ্ট্রাল, কোন কোন ক্ষেত্রে একক বা মূলীয়, অধঃমুখী, দ্বিত্বক, ক্র্যাসিনুকুলেট, বক্রমুখী বা ঊর্ধমুখী; ফল রসাল ফলিকল বা বেরী, অবিদারী, প্রায়শই মাংস রঙের; বীজ ডিম্বাকার বা প্রায় বৃক্কাকার ।

পুষ্পসঙ্কেতঃ $\oplus$ ♂ ♀ $P_{৩+৩} \; A_{৩+৩} \; \underline{G}_{৩ \text{ বা } \infty}$

নেলাম্বোনেসি (Nelumbonaceae)

বিরাট, বহুবর্ষজীবী, রাইজোমযুক্ত, শ্বেতকষযুক্ত, নিষ্কাণ্ড, জলজ বীরুৎ; রাইজোম স্টোলনযুক্ত, শাখায় বিভক্ত, ব্রততী, সরু বা কন্দযুক্ত, পর্ব থেকে অস্থানিক মূল, একটি পাতা, ফুল ও কুঁড়ি হয়; পাতা সরল, উপপত্রযুক্ত, লম্বাবৃন্তযুক্ত, বৃত্তাকার, কচিপাতা ধারে পেল্টেট, ভাসন্ত, পুরানো পাতা কেন্দ্রিক পেল্টেট, ভাসন্ত বা নিমজ্জিত; ফুল একক, পুষ্পবৃন্ত লম্বা, জলের তলের অনেক উপরে উঠে থাকে, বড়, আকর্ষণীয়, গোলাপী, সাদা বা হলদে, উভলিঙ্গী, নিম্নস্থানী; বৃত্যাংশ ৪-৫টি, মুক্ত, মধ্যেরগুলি বড়, আশুপাতী, ভিতরের গুলি কোন কোন সময় পুংকেশরে রূপান্তরিত; পুংকেশর অসংখ্য, মুক্ত, লম্বা, সূত্রাকার; গর্ভপত্র ১২-২৪, স্পষ্ট, গহ্বরে এককভাবে স্থাপিত বা লাটিমাকার, ডিম্বক প্রত্যেক গর্ভপত্রে ১টি, ঝুলন্ত, ঊর্ধমুখী, বয়সে অধঃমুখী, অমরাবিন্যাস ল্যামিনার; ফল নাট, নাট জলের উপরে থাকে, ফলত্বক মসৃণ, শক্ত; বীজ এরিলবিহীন ।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\oplus$ ⚥ $K_{৪-৫} \; C_{\infty} \; A_{\infty} \; \underline{G}_{\infty}$

নিমফিয়েসি (Nymphaeaceae)

জলজ, নিষ্কাণ্ড, শ্বেতকষযুক্ত, স্টোলনযুক্ত বীরুৎ; বৃন্তের গোড়ায় অস্থানিক মূল জন্মায়; পাতা সরল, উপপত্র থাকে, সাধারণতঃ লম্বা বৃন্তযুক্ত, বিবিধপত্রী, জলে নিমজ্জিত এবং ভাসন্ত; রাইজোমে সর্পিলভাবে সজ্জিত; ফুল একক, পাতার কক্ষে হয়, লম্বা বৃন্তযুক্ত, উভলিঙ্গী, অন্যান্য অঙ্গগুলি সর্পিলভাবে সজ্জিত; বৃত্যাংশ ৪টি, মুক্ত, নিম্নস্থানী বা উচ্চস্থানী; পাপড়ি অসংখ্য, মুক্ত, প্রায় অসমান, ভিতরেরগুলি স্ট্যামিনোড সদৃশ, নিম্নস্থানী বা উচ্চস্থানী; পুংকেশর অনেক, মুক্ত, নিম্নস্থানী বা উচ্চস্থানী, গর্ভপত্র ৫-অনেক, আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে যুক্ত, ডিম্বাশয় বহুকোষ্ঠীয়; ডিম্বক প্রত্যেক গর্ভপত্রে ২-অনেক, অধঃমুখী, দ্বিত্বক, ক্র্যাসিনুসিলেট; অমরাবিন্যাস ল্যামিনার; ফল বেরী, জলের নীচে পাকে, অনিয়মিতভাবে বিদারী; বীজ অনেক এরিলযুক্ত ।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\oplus ⚥ K_8 C_\infty A_\infty \underline{G}_{(৫-\infty)}$ বা $\overline{G}_{(৫-\infty)}$

প্যাপাভারেসি (Papaveraceae)

বর্ষ, দ্বিবর্ষ বা বহুবর্ষজীবী দুধ সদৃশ ল্যাটেক্স বা হলদে রস যুক্ত বীরুৎ বা গুল্ম; রোম সরল, বার্বেলেট বা তারাকৃতি; পাতা উপপত্রহীন, রোজেট আকারে অধিকাংশ মূলজ, সরল, পক্ষল, পক্ষবৎ উপখণ্ডিত, পক্ষবৎ কর্তিত, করতলাকারভাবে খণ্ডিত; কাণ্ডজ পাতা সাধারণতঃ কয়েকটি, একান্তর, কদাচিৎ অভিমুখী; ফুল পাতাহীন স্কেপে হয় বা পাতাযুক্ত রেসিম বা প্যানিকল পুষ্পবিন্যাসে হয়, উভলিঙ্গী, সমাঙ্গ, কুঁড়িতে ঝুলন্ত, আকর্ষণীয়; বৃত্যাংশ ২-৩টি, মুক্ত, কদাচিৎ গোড়ায় যুক্ত, বিসারী, আশুপাতী; পাপড়ি ৪-৬টি, ১-২টি আবর্তে হয়, মুক্ত, বিসারী; পুংকেশর অনেক, মুক্ত, পরাগধানী লম্বালম্বীভাবে বিদারী; পুংদণ্ড সূত্রাকার বা পক্ষযুক্ত; ডিম্বাশয় নিম্নস্থানী, ১-কোষ্ঠীয় বা ২-১০ কোষ্ঠীয়, ডিম্বক অনেক, অমরাবিন্যাস বহুপ্রান্তিক; গর্ভদণ্ড ১ বা অনুপস্থিত; গর্ভমুণ্ড বিভিন্ন প্রকার, যুক্ত, ক্যাপিটেট, কদাচিত মুক্ত বা বৃন্তহীন; ফল ক্যাপসুল, বিদারী; বীজ ছোট, অসংখ্য ।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\oplus \cdot|\cdot ⚥ K_{২-৩} C_{২+২ \text{ বা } ৩+৩} A_\infty \underline{G}_{(২-৫)}$

ফিউমারিয়েসি (Fumariaceae)

বর্ষ, বহুবর্ষজীবী, খাড়া উর্ধ্বগ, রোমহীন, জলীয় রসযুক্ত বীরুৎ; মূল প্রায়শই মূলাকার; পাতা সাধারণতঃ একান্তর, মূলজ, কাণ্ডজ, উপপত্রহীন; কাণ্ডজ পাতা অভিমুখী বা প্রায় অভিমুখী, মূলজ পাতা রোজেটাকার, কদাচিৎ সরল বা পক্ষল, ১-৩ বার পক্ষবৎ খণ্ডিত, ১-৩ বার ত্রয়াত্মকভাবে খণ্ডিত; কাণ্ডজ পাতা অতিশয় খণ্ডিত; ফুল উভলিঙ্গী, একপ্রতিসম, নিম্নস্থানী, বৃন্ত ও মঞ্জরীপত্র যুক্ত, সাধারণতঃ পাতার বিপরীতে শীর্ষক রেসিম

বা স্পাইক বা ডাইকেসিয়াল সাইম বা কবিম্ব পুষ্পবিন্যাসে হয়; বৃত্যাংশ ২টি, মুক্ত, ছোট, শল্ক সদৃশ, স্কেরিয়াস, আশুপাতী; পাপড়ি ৪টি, খাড়া, বিসারী, ২ সারিতে, ২ জোড়ায় যুক্ত, বাহিরের জোড়াটি বড়; উত্তল বা শীর্ষ কুকুলেট, একটি বা উভয়েরই গোড়ায় থলি বা স্পারযুক্ত, প্রায়শই বাহিরদিকে ঝুঁটি থাকে, ভিতরের জোড়াটি ছোট, সরু, বাহির দিক ঝুঁটিযুক্ত, কোনক্ষেত্রে শীর্ষে যুক্ত এবং গর্ভমুণ্ডের উপর হুডযুক্ত; পাপড়ির স্পার মধুগ্রন্থিকে ঢেকে রাখে; পুংকেশর ৪টি, মুক্ত, পাপড়ির বিপরীতে থাকে বা ৬টি, দুটি গুচ্ছে যুক্ত; পরাগধানী ছোট, সূত্রাকার, দ্বিকোষ্ঠীয়; ডিম্বাশয় অধিগর্ভ, ১ কোষ্ঠীয়, ২টি গর্ভপত্রযুক্ত, ডিম্বক ১-অনেক, ২টি প্রান্তিক অমরাবিন্যাসে হয়; দ্বিত্বকীয়, ক্র্যাসিনুকুলেট, অধঃমুখী বা বক্রমুখী; গর্ভদণ্ড ১টি, সরু, গর্ভমুণ্ড ২টি; ফল ক্যাপসুল, ২টি কপাটিকাযুক্ত, উপবৃত্তাকার বা সূত্রাকার; বীজ ১-অনেক, বৃক্কাকার, বৃত্তাকার, কালো বা ধূসর, চকচকে।

পুষ্পসঙ্কেতঃ $\cdot|\cdot\ ⚥\ K_{২}\ C_{২+২}\ A_{৩+৩}\ \underline{G}_{(২)}$

ব্র্যাসিকেসি (Brassicaceae)

স্থলজ বা জলজ, কটুস্বাদযুক্ত জলীয় রসযুক্ত, রোমহীন বা রোমযুক্ত বীরুৎ বা কদাচিৎ গুল্ম, রোম সরল বা বিভিন্নভাবে শাখায় বিভক্ত, এককোষী বা কদাচিৎ বহুকোষী গ্রন্থিল ট্রাইকোম যুক্ত; পাতা একান্তর বা কোন কোন ক্ষেত্রে কাণ্ডের গোড়ায় রোজেট আকারেও হয়, উপপত্রহীন, সরল বা কদাচিৎ পক্ষল বা করতলাকার; পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক বা কাক্ষিক রেসিমোস, করিম্বোস বা প্যানিকুলেট, কদাচিৎ ফুল একক, সাধারণতঃ মঞ্জরীপত্র থাকে না; ফুল উভলিঙ্গী, নিম্নস্থানী, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একপ্রতিসম, কদাচিৎ বহুপ্রতিসম; বৃত্যাংশ ৪টি, সাধারণতঃ মুক্ত, ডেকাসেট জোড়ায় হয়, খাড়া বা বিস্তৃত, সাধারণতঃ আশুপাতী, পার্শ্বেরগুলি প্রায়শই গোড়ায় থলিযুক্ত; পাপড়ি ৪টি, ডেকাসেট, ক্রুশাকার, বৃত্যাংশের সঙ্গে একান্তরভাবে থাকে, সাধারণতঃ ক্লযুক্ত, অখণ্ড বা কদাচিৎ খণ্ডিত, কদাচিৎ অনুপস্থিত; পুংকেশর ৬টি, কোন কোন ক্ষেত্রে ২,৪ বা কদাচিত ৬এর অধিক, ২ সারিতে দীর্ঘো চতুষ্টয়ী, কদাচিৎ দৈর্ঘ্যে সকলে সমান, পুংদণ্ড সূত্রাকার, কোনক্ষেত্রে গোড়ায় পক্ষ বা উপাঙ্গযুক্ত, মুক্ত বা মধ্য জোড়াটি যুক্ত; পরাগধানী অধিকাংশ ক্ষেত্রে তীরাকৃতি, ২ কোষ্ঠীয়, মধুগ্রন্থি থাকে; ডিম্বাশয় অধিগর্ভ, ২টি গর্ভপত্রযুক্ত, ২ কোষ্ঠীয়, ২টি প্রান্তিক অমরাবিন্যাস, গর্ভদণ্ড স্পষ্ট, স্থায়ী বা অস্পষ্ট, গর্ভমুণ্ড অখণ্ড বা দ্বিখণ্ডিত, ক্যাপিটেট বা ডিসকয়েড; ডিম্বক ১-অনেক, অধঃমুখী বা বক্রমুখী; ফল শুষ্ক কপাটিকাযুক্ত, বিদারী, সিলিকুয়া, স্কাইজোকাপ, বা অবিদারী বা একিনের মত বা সামারার মত; সাধারণতঃ চঞ্চুহীন, বা কদাচিৎ বীজহীন বা ১-কয়েকটি বীজযুক্ত চঞ্চু থাকে; বীজ ১ বা দ্বিসারি, সাধারণতঃ পক্ষহীন, ভিজা অবস্থায় আঠাল

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\oplus\ ⚥\ K_{২+২}\ C_{8}\ A_{২+২+২ \text{ বা } ২+৪}\ \underline{G}_{(২)}$

ক্যাপারিডেসি (Capparidaceae)

বীরুৎ, গুল্ম বা বৃক্ষ; পাতা একান্তর, প্রায় অভিমুখী বা কদাচিৎ অভিমুখী, মাঝে মাঝে শাখার শীর্ষে গুচ্ছবদ্ধ, সরল বা অঙ্গুলাকারভাবে ১-কয়েকটি ফলকযুক্ত, অখণ্ড, উপপত্র ১-২টি, সেটা বা কাঁটা যুক্ত; পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক বা শীর্ষক, রেসিমোস, করিম্বোস বা প্যানিকুলেট; কোন কোন ক্ষেত্রে ফুল একক বা গুচ্ছবদ্ধ; ফুল উভলিঙ্গী (কদাচিত একলিঙ্গী ও গাছটি ভিন্নবাসী) বহুপ্রতিসম থেকে অল্প এক প্রতিসম, বৃন্তযুক্ত, মঞ্জরীপত্র যুক্ত; বৃত্যাংশ ৪টি, কোন ক্ষেত্রে ৬টি, বিসারী, মুক্ত বা নীচে যুক্ত, সমান বা অসমান, ভালভেট বা বিসারী; পাপড়ি ৪টি (কদাচিৎ ০, ২ বা ৮), বৃন্তহীন বা ক্ল যুক্ত; পুংকেশর ৪-অনেক, সাধারণতঃ ছোট বা লম্বাটে অ্যান্ড্রোফোরের উপরে থাকে; পুংদণ্ড মুক্ত, কখনও কখনও গোড়ায় সংসক্ত বা গাইনোফোরে সংলগ্ন, পরাগধানী ডাইথেকাস, পাদলগ্ন, লম্বালম্বিভাবে বিদারী; ডিম্বাশয় অধিগর্ভ, বৃন্তহীন বা ছোট বা লম্বা গাইনোফোর দ্বারা আলম্বিত, ১ কোষ্ঠীয়, ডিম্বক কয়েকটি থেকে অনেক, অমরাবিন্যাস ২-৬টি বহুপ্রান্তিক, গর্ভমুণ্ড সরল বা ক্যাপিটেট; ফল ক্যাপসুল বা ব্যাকেট, বিভিন্ন আকারের, কোন কোন সময় টরুলোস বা খণ্ডিত; বীজ ১-অনেক, বৃত্তাকার বা বৃক্কাকার, শাঁসে আবদ্ধ বা মুক্ত।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\oplus \cdot|\cdot$ ⚥ $K_{২+২} C_{৪} A_{৪-\infty} \underline{G}_{(২-১৬)}$

রেসেডেসি (Resedaceae)

বর্ষ বা বহু বর্ষজীবী বীরুৎ বা কদাচিৎ গুল্ম; পাতা সরল, সর্পিল, অখণ্ড বা খণ্ডিত বা পক্ষলভাবে কর্তিত; উপপত্র অনুপস্থিত বা ক্ষুদ্র এবং গ্রন্থিল; পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক স্পাইক বা রেসিম, মঞ্জরীপত্র যুক্ত; মঞ্জরীপত্রের কক্ষে এককভাবে হয়, উভলিঙ্গী বা একলিঙ্গী, এক প্রতিসম, ৪-৭ অংশক, কদাচিৎ গাছ একবাসী; বৃত্যাংশ ৪-৭টি বা অধিক, মুক্ত বা কোন কোন ক্ষেত্রে গোড়ায় যুক্ত, কুঁড়িতে বিসারী, স্থায়ী, প্রায়শই অসম; পাপড়ি অনুপস্থিত বা ২-৮টি, বৃত্যাংশের সঙ্গে একান্তরভাবে সজ্জিত, প্রায়শই গোড়ায় একটি শল্কময় ঝিল্লিবৎ উপাঙ্গ থাকে; পুংকেশর ৩-অনেক, সমান বা অসমান, পুংদণ্ড লম্বাটে, মুক্ত বা গোড়ায় যুক্ত; ডিম্বাশয় অধিগর্ভ, ১ কোষ্ঠীয়, ২-৬টি যুক্ত গর্ভপত্র থাকে, ডিম্বক অনেক, অমরাবিন্যাস ২-৬ বহুপ্রান্তিক, ডিম্বক বক্রমুখী বা পার্শ্বমুখী; ফল ক্যাপসুল বা বেরী; বীজ অনেক, বৃক্কাকার থেকে প্রায় গোলকাকার, ছোট।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\cdot|\cdot$ ⚥ $K_{৪-৮} C_{০-৮} A_{৩-১০} \underline{G}_{(২-৬)}$

দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লিখিত গোত্র ও গণের পরিচয়

সপুষ্পক উদ্ভিদের গুপ্তবীজী ভাগের দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদগুলির ২০টি গোত্রের গণ ও প্রজাতিদের সচিত্র বিবরণ এই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ।
পশ্চিমবাংলায় জন্মায় এমন গোত্র ও গণগুলির পরিচয় ।

ভায়োলেসি (Violaceae) : ভায়োলেট, প্যান্সি ও বন অফসা গোত্র

জেনায় উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ও অধিকর্তা, জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী, অগাস্ট যোহান জর্জ কার্ল ব্যাত্‌শ্‌চে (১৭৬১-১৮০২) গোত্রটির নামকরণ করেন । ভায়োলা গণের নাম থেকে গোত্রটির নামকরণ ।

বর্ষ বা বহু বর্ষজীবী বীরুৎ ও গুল্ম, পাতা একান্তর; সরল, অখণ্ড বা খণ্ডিত; উপপত্র অখণ্ডিত; পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক বা শীর্ষক রেসিম, স্পাইক বা প্যানিকল, ফুল উভলিঙ্গী, সাধারণতঃ এক প্রতিসম, প্রত্যেক অক্ষে ১ বা ২টি উপমঞ্জরীপত্র থাকে; বৃত্যাংশ ৫টি, বিসারী বা যুক্ত, স্থায়ী, দলমণ্ডলের পাপড়ি ৫টি, নিম্নস্থানী, সাধারণতঃ এক প্রতিসম, মধুর জন্য সম্মুখবর্তী পাপড়ির স্পার থাকে; পুংকেশর ৫টি, পাপড়ির সঙ্গে একান্তরভাবে সজ্জিত, মুক্ত বা যুক্ত, ডিম্বাশয়ের চারিদিকে একটি নলাকার অংশ তৈরী করে; পুংদণ্ড খুব ছোট, সম্মুখবর্তী ২টি পুংদণ্ডে উপাঙ্গ বা স্পার থাকে, পরাগধানী অন্তর্মুখী; স্ত্রীস্তবকে ৩টি যুক্ত গর্ভপত্র থাকে; ডিম্বাশয় ১ কোষ্ঠ বিশিষ্ট, গর্ভদণ্ড সরল, প্রায়শই উপর দিকে মোটা, গর্ভমুণ্ড বিভিন্নাকার, সাধারণতঃ ট্রানকেট, কোন কোন সময় উপাঙ্গযুক্ত; ফল ক্যাপসুল, ৩টি কপাটিকাযুক্ত, কদাচিৎ অবিদারী, ব্যাকেট বা বাদামের মত, সস্যল ।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\cdot|\cdot \ \text{⚥} \ K_5 \ C_5 \ A_5 \ \underline{G}_{(3)}$

এই গোত্রে সমগ্র পৃথিবীতে ২২টি গণ ও প্রায় ৯০০ প্রজাতি রয়েছে; বিস্তার বিশ্বজনীন; ভারতে ৩টি গণ ও ৪১টি প্রজাতি ও পশ্চিমবাংলায় ৩টি গণ ও ১৭টি প্রজাতি জন্মায়;পশ্চিমবাংলার গণগুলি হল :

হাইব্যান্থাস (Hybanthus) : হলাণ্ডে জন্ম, অষ্ট্রিয়ার উদ্ভিদ বিজ্ঞানী নিকোলাস যোসেফ ব্যারণ ভন জ্যাকুইন (১৭২৭-১৮১৭) এই গণটির নামকরণ করেন; তিনি ১৭৬৯ সাল থেকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ ও রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন ।

গ্রীক 'হাইবোস' ও 'অ্যান্থোস' শব্দ দ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে কুঁজ ও ফুল, এইগণের ফুলের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তুলনা করে নামকরণ করা হয়েছে ।

প্রায় সব প্রজাতি বীরুৎ ও গুল্ম, কদাচিৎ বৃক্ষ হয়; পাতা একান্তর, কদাচিৎ

বিপরীতমুখী, উপপত্র ছোট, স্থায়ী বা আশুপাতী; ফুল উভলিঙ্গী, অনিয়মিত, কদাচিৎ অনুগ্রীলিত; পুষ্পবিন্যাস একক, সাইম বা ডাইকেসিয়া, ২টি উপমঞ্জরীপত্র যুক্ত; বৃত্যাংশ অসমান, পাপড়ি অসমান, নীচের পাপড়িটি স্পারযুক্ত; ফল ক্যাপসুল, তিনটি কপাটিকাযুক্ত ।

ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়, প্রজাতিটির বাংলা নাম নুনবোরা বা নুনবোড়া, এটি একটি ভেষজ উদ্ভিদ ।

রিনোরিয়া (Rinorea) : ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ও পরিব্রাজক এবং গায়না দেশের উদ্ভিদ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ জিন ব্যাপ্টিস্টে ক্রিস্টোফে ফিউসি আউব্লেট (১৭২০-১৭৭৮) গণটির নামকরণ করেন ।

গ্রীক 'রিন' ও 'অরিওস' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে নাক ও পর্বতমালা; উদ্ভিদগুলির স্বাভাবিক বাসস্থানের অর্থ বহন করে; এর থেকে গণটির নামকরণ ।

উদ্ভিদগুলি ছোট বৃক্ষ বা গুল্ম; পাতা একান্তর, কদাচিৎ অভিমুখী; ফুল উভলিঙ্গী, নিয়মিত, কদাচিৎ একলিঙ্গী, কোন কোন সময় ভিন্নবাসী, একক; পুষ্পবিন্যাস রেসিমোস, সাইমোস বা প্যানিকুলেট; ডিম্বাশয় তিনটি গর্ভকেশর যুক্ত, এক কোষ্ঠ বিশিষ্ট; ফল ক্যাপসুল, তিনটি কপাটিকাযুক্ত ।

মোট ২০০টি প্রজাতি; বিস্তার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৪ ও ২টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার কালিপত উদ্ভিদটির কাঠ সুগন্ধযুক্ত ।

ভায়োলা (Viola) : কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

প্যান্সি ও ভায়োলেটের ল্যাটিন নাম থেকে ভায়োলা নামের উৎপত্তি; এইগণের বিখ্যাত দুটি প্রজাতির মধ্যে একটি হচ্ছে প্যান্সি যার ইংরাজী নাম 'হার্টইস'; ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, চর্মরোগে এটি ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়; অন্যটির নাম 'রনঅফসা' যার ইংরাজী নাম 'সুইট ভায়োলেট'; প্ল্যাটো (খৃষ্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭) ও অ্যারিস্টটলের (খৃঃপূঃ ৩৮৪-৩২২) ছাত্র এবং প্রায় পাঁচশত বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের বিবরণ লিখিত 'হিস্টুরিয়া ন্যাটুরিয়া' গ্রন্থের লেখক বিখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী থিয়ফ্র্যাটাস (খৃঃপূঃ ৩৭০-২৮৭) 'সুইট ভায়োলেটের' ভেষজ গুণ বর্ণনা করেছিলেন ।

(প্রাচীন গ্রীকরা 'বনঅফসা' উদ্ভিদটির ভেষজগুণ সম্বন্ধে অবহিত ছিল, পরে আরব ও পারশিকরা এর গুণ সম্বন্ধে অবহিত হয়; সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ উদ্ভিদটির ভেষজগুণ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না ।)

বহুবর্ষজীবী বীরুৎ বা গুল্ম, কদাচিৎ বর্ষজীবী; পাতা একান্তর, কদাচিৎ অভিমুখী, উপপত্র স্থায়ী, পাতার মত; ফুল উভলিঙ্গী, এক বা বহু প্রতিসম, একক বা নানা প্রকার পুষ্পবিন্যাসে হয়; কোন কোন প্রজাতির ফুল দু'ধরণের, স্বাভাবিক ও অনুগ্রীলিত; নীচের পাপড়ি বড় ও স্পারযুক্ত; ফল ক্যাপসুল ।

গণটিতে মোট প্রায় ৫০০টি প্রজাতি রয়েছে; বিস্তার বিশ্বজনীন, প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণ

অঞ্চলে জন্মায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩৫ ও ১৪টি প্রজাতি, মূলতঃ পার্বত্যাঞ্চলে জন্মায়; পশ্চিমবাংলায় দু'ধরণের ফুল হয় এমন প্রজাতিদ্বয় হচ্ছে 'বনঅফসা' ও 'ব্লুম ভায়োলেট', এইগণের পশ্চিমবাংলায় জন্মায় এমন ভেষজ উদ্ভিদগুলি হচ্ছে 'বেটন ভায়োলেট', 'হলদে ভায়োলেট', 'বনঅফসা ও গুল বনঅফসা', নাগ ভায়োলেট ও 'প্যান্সি' এবং শোভাবর্ধক উদ্ভিদটি হচ্ছে 'প্যান্সি বা প্যানজি' ।

বিক্সাসি (Bixaceae) : লটকন বা লটকান গোত্র

জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও প্রকৃতি দার্শনিক যোহান হেনরিখ ফ্রিডরিখ লিঙ্ক (১৭৬৭-১৮৫১) গোত্রটির নামকরণ করেন; তিনি ১৭৮৯ সালে গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসক অধ্যাপক এবং ১৮১১-১৮১৫ সাল পর্যন্ত ব্রেসলাউএর উদ্ভিদ উদ্যানের অধিকর্তা ও ১৮১৫-১৮৫১ সাল পর্যন্ত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন; বিক্সা গণের নাম থেকে গোত্রটির নামকরণ ।

গুল্ম অথবা ছোট বৃক্ষ; পাতা একান্তর, সরল, অখণ্ড, লম্বা বৃন্তযুক্ত; পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক করিম্ব বা প্যানিকল বা থিরসাস; বৃত্যাংশ ৫টি, যুক্ত, বিসারী, গোড়ায় ২টি গ্রন্থি থাকে; পাপড়ি ৫টি; পুংকেশর অসংখ্য, পুংদণ্ড লম্বা, উপরদিকে মুক্ত, নীচের দিকে যুক্ত; পরাগধানী ২ কোষ্ঠীয়; স্ত্রীস্তবক ২-৪টি, যুক্ত; ২-৪টি প্রান্তিক অমরাবিন্যাস; ডিম্বাশয় বা গর্ভাশয় অধিগর্ভ, ডিম্বাশয় ১টি, ডিম্বক অনেক; গর্ভদণ্ড ১টি; ফল ক্যাপসুল, ২-৪টি কপাটিকা যুক্ত, নরম কাঁটাযুক্ত, কপাটিকা স্থায়ী; বীজ অনেক ।

পুষ্পসঙ্কেত : $\oplus ⚥ K_{৫} C_{৫} A_{\infty} \underline{G}_{(২-৪)}$

এই গোত্রে ১টি মাত্র গণ, বিস্তার উষ্ণমণ্ডলীয় আমেরিকা ও পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

বিক্সা (Bixa) : কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন । লটকান প্রজাতিটিকে ব্রাজিলে 'বিচে' বলা হয় ।

লাল রস যুক্ত গুল্ম বা ছোটবৃক্ষ; পাতা করতলাকারভাবে শিরাযুক্ত, উপপত্রযুক্ত; ফুল সাদা, গোলাপী বা ফিকে বেগুনী; পাপড়ি কুঁড়িতে পাকান; ফুল সাদা হলে ফল সবুজাভ; ফুল গোলাপী হলে ফল লাল; বীজ বিভিন্নাকার, বহিস্ত্বক লাল, রসাল ।

মোট প্রজাতি ৩-৪টি; বিস্তার উষ্ণমণ্ডলীয় আমেরিকা ও পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে এবং চাষ হয়; জর্জ ওয়াট (১৮৫১-১৯৩০) তাঁর 'ডিক্সনারি অফ ইকনমিক প্রোডাক্টস অফ ইণ্ডিয়া' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন যে উইলিয়াম রক্সবার্গের (১৭৫১-১৮১৫) সমসাময়িক ডঃ বুকানন হ্যামিল্টন (১৭৬২-১৮২৯) এর মতে গত শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকের কোন এক সময়ে এই প্রজাতিটি অবিভক্ত বাংলায় প্রবর্তিত হয়েছিল; তৎকালীন বাংলার অধিবাসীরা এই গাছটির বীজ

থেকে উৎপন্ন হলদে রঙ দোল উৎসবের সময় রঙ খেলায় ব্যবহার করত এবং সহজেই এই রঙ ধুয়ে ফেলা যেত; তখন থেকেই গাছটির বাংলা .নাম লটকান হিসাবে পরিচিত; ইংরাজী নাম 'অ্যান্নাটো বা 'আর্নোট'; বীজ থেকে অ্যান্নাটো রঙ .পাওয়া যায় যা মাখন, ঘি, মিষ্টান্ন, মার্গারিন, চিস, চকোলেট ইত্যাদি রঙ করতেও প্রয়োজন হয়; উদ্ভিদটি ভেষজ গুণ সম্পন্ন ।

ককলোসপারমেসি (Cochlospermaceae) : স্বর্ণ শিমুল গোত্র

ফরাসী উদ্ভিদবিদ্, ১৮৪৪ সালে মঁপেলিয়ারের প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ১৮৪৪-১৮৪৮ সাল পর্যন্ত কিউ গার্ডেনে উইলিয়াম জ্যাকসন হুকারের সহকারী, জেণ্ট শহরে হর্টিকালচারাল ইনস্টিটিউটের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক, ১৮৮১-১৮৮৮ সাল পর্যন্ত মঁপেলিয়ারের উদ্ভিদ উদ্যানের অধিকর্তা জুলস এমিলে প্যাঞ্চন (১৮২৩-১৮৮৮) গোত্রটির নামকরণ করেন । ককলোসপারমাম গণের নাম থেকেই গোত্রটির নাম ।

বৃক্ষ বা গুল্ম; উপপত্র একান্তর সাধারণতঃ খণ্ডিত; ফুল বিরাট, উভলিঙ্গী, সমাঙ্গ বা অল্পভাবে অসমাঙ্গ; পুষ্পবিন্যাস রেসিম; বৃতি ৪-৫টি, বিসারী; দলমণ্ডল ৪-৫টি, বিসারী বা কোঁচকান; পুংস্তবক (পুংকেশর) অসংখ্য; স্ত্রীস্তবক (স্ত্রীকেশর) ৩-৫টি, যুক্ত; ডিম্বাশয় অধিগর্ভ; প্রান্তিক বা কাক্ষিক অমরাবিন্যাসে ডিম্বক অসংখ্য; ফল বিরাট, ১-৩টি কোষ্ঠ বিশিষ্ট, ২-৫টি কপাটিকা যুক্ত; বীজ বৃক্কাকার, তৈলাক্ত, প্রায়শই রোমযুক্ত ।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\oplus \cdot|\cdot ⚥ K_{৪-৫} C_{৪-৫} A_{\infty} \underline{G}_{(৩-৫)}$

এই গোত্রে ২টি গণ ও ২০-২৫টি প্রজাতি রয়েছে; উষ্ণ ও উপউষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে এদের বিস্তার; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি গণ রয়েছে ।

ককলোসপারমাম্ (Cochlospermum) : জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক কার্ল সিসিসমাণ্ড কুন্থ (১৭৮৮-১৮৫০) এবং জেনেভায় সুইস উদ্ভিদবিজ্ঞানী অগাস্টিন পিরেমাস ডি ক্যাণ্ডোলে (১৭৭৮-১৮৪১) যুক্তভাবে গণটির নামকরণ করেন ।

গ্রীক 'ককলো' এবং 'স্পার্মা' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে পাকান ও বীজ; এই গণের প্রজাতিদের বীজের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে এই নামকরণ ।

বৃক্ষ বা গুল্ম, অধিকাংশই জঙ্গলা বা মরুজ উদ্ভিদ; কয়েকটি প্রজাতির শক্ত, প্রকন্দাকৃতি ভূগর্ভস্থ কাণ্ড থাকে; কাণ্ড থেকে আঠা ও কমলা রঙের রস বের হয়, পাতা আশুপাতী, করতলাকারভাবে খণ্ডিত বা অঙ্গুলাকার ।

মোট প্রজাতি ১৫-২০টি; উষ্ণ ও উপউষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি জন্মায়, এটির বাংলা নাম স্বর্ণ বা সোনালী শিমুল বা গলগল,

এটি ভেষজ ও উপকারী উদ্ভিদ ।

ফ্ল্যাকর্সিয়েসি (Flacourtiaceae) : বৈঁচ ও চালমুগরা গোত্র

জেনেভায় সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী অগাস্টিন পিরেমাস ডি ক্যাণ্ডোলে গোত্রটির নামকরণ করেন । ফ্ল্যাকর্সিয়া গণের নাম থেকেই গোত্রটির নামকরণ করা হয়েছে ।

প্রায় সব প্রজাতি বৃক্ষ বা গুল্ম; কোন কোন ক্ষেত্রে কক্ষে কাঁটা থাকে; পাতা সরল, অধিকাংশই একান্তর বা সর্পিলভাবে সজ্জিত বা দ্বিসারীয়, কোন কোন সময় প্রশাখার শীর্ষে গুচ্ছবদ্ধভাবে হয়, অখণ্ড; উপপত্র সাধারণতঃ ছোট, আশুপাতী, কদাচিৎ অনুপস্থিত; পুষ্পবিন্যাস প্রায় শীর্ষক বা কাক্ষিক রেসিম, স্পাইক, প্যানিকল, করিম্ব, সাইম বা এমনকি এককভাবেও ফুল হয়; ফুল বহুপ্রতিসম বা সমাঙ্গ, উভলিঙ্গী, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিন্নবাসী, কদাচিৎ মিশ্রবাসী বা সহবাসী, বৃতি ২-১৫টি, মুক্ত বা যুক্ত, বিসারী বা ভালভেট, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থায়ী, কদাচিৎ বৃদ্ধিশীল; পাপড়ি অনুপস্থিত বা উপস্থিত, ৩-১৫টি, বৃতির সঙ্গে একান্তর ভাবে থাকে, পুংস্তবক (পুংকেশর) পাপড়ির সমান সংখ্যক বা অসংখ্য, পরাগধানী সাধারণতঃ লম্বালম্বিভাবে বিদারিত হয়; স্ত্রীস্তবক (স্ত্রীকেশর) ২-১০টি, ১ কোষ্ঠবিশিষ্ট অধিগর্ভ বা অর্ধ অধোগর্ভ বা অধোগর্ভ ডিম্বাশয়ে যুক্ত; ডিম্বক বহুপ্রান্তিক অমরাবিন্যাসে ১-অসংখ্য; ফল সাধারণতঃ ক্যাপসুল বা বেরী; বীজ ১ থেকে অনেক, প্রায়শই এরিলযুক্ত ।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\oplus$ ⚥ $K_{২\ ১৫ \text{ বা } (২\ ১৫)}\ C_{০\ ১৫}\ A_{\infty}\ \underline{G}_{(২\ ১০)}$

এই গোত্রে ৯৩টি গণ ও প্রায় ১০০০টি প্রজাতি রয়েছে; বিস্তার উষ্ণ ও উপউষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চলে; ভারতে ১০টি গণ ও ৩৮টি প্রজাতি এবং পশ্চিমবাংলায় ৬টি গণ ও ১২টি প্রজাতি বর্তমান; পশ্চিমবাংলার গণগুলি হলো :

কেসিয়ারিয়া (Casearia) : হল্যাণ্ডে জন্ম, অষ্ট্রিয়ার উদ্ভিদবিজ্ঞানী এবং ১৭৬৯ সাল থেকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিকোলাস যোসেফ ব্যারণ ভন জ্যাকুইন (১৭২৭-১৮১৭) কোচিনে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন মন্ত্রী যোহানেস কেসিয়ারিয়াস (১৬৪২-১৬৭৮) এর স্মরণে গণটির নামকরণ করেন । যোহানেস কেসিয়ারিয়াস তাঁর কোচিন শহরে বসবাসকালে (১৬৬৫-১৬৭৭) 'হর্টাস মালাবারিকাস' গ্রন্থের প্রথম দু'খণ্ডের ল্যাটিন অনুবাদ করতে হাইনরিখ ভ্যান রিডে টট ড্রাকেনস্টিনকে (১৬৩৭-১৬৯২) সাহায্য করেছিলেন । ভ্যান রিডে মালাবারের ডাচ গভর্ণর হয়েছিলেন (১৬৬৭) ।

পাতা চকচকে, 'ডট ও ড্যাস' গ্রন্থিযুক্ত, ফুল উভলিঙ্গী, কক্ষে গুচ্ছবদ্ধভাবে হয়; বৃতি স্থায়ী; পুংকেশর ৮-১০টি, স্ট্যামিনোডের সঙ্গে একান্তরভাবে থাকে, নীচের দিকে যুক্ত

হয়ে বৃতি নলের সংলগ্ন একটি পেরিগাইনাস রিং তৈরী করে, স্ট্যামিনোডের শীর্ষে গুচ্ছবদ্ধ রোম থাকে, স্ত্রীস্তবক ৩টি, এক কোষ্ঠ বিশিষ্ট অধিগর্ভ ডিম্বাশয়ে যুক্ত; ফল ক্যাপসুল, ২-৩টি কপাটিকাযুক্ত, রসাল বা সরস, কাঁচা অবস্থায় তিনকোনা, শুষ্ক অবস্থায় ৬টির শির যুক্ত; বীজ অসংখ্য, উজ্জ্বল লাল, এ্যারিলযুক্ত ।

মোট প্রজাতি ১৬০টি; উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে জন্মায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১২ ও ৫টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলায় জন্মায় একটি ভেষজ প্রজাতির বাংলা নাম চিল্লা বা মাওন ।

ফ্ল্যাকর্সিয়া (Flacourtia) : ফরাসী মাজিস্ট্রেট, প্যারিস শহরের অপেশাদার উদ্ভিদবিজ্ঞানী, 'কোর ডেস এডিস' এর ১৭৭৫-১৭৮৯ সাল পর্যন্ত কাউন্সিলার এবং বিপ্লবের সময় বিচার দপ্তরে স্থানান্তরিত এবং অসাধারণ অবস্থায় ১৮০০ সালে নিহত চার্লস লুইস এল হেরিটিয়ার ডে ব্রুটেলে (১৭৪৬-১৮০০), মাদাগাস্কারের প্রাকৃতিক ইতিহাস গবেষকদের অন্যতম, উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকর্তা (১৬৪৮) এটিয়েনে ডে ফ্ল্যাকর্ট (১৬০৭-১৬৬০) এর স্মরণে গণটির নামকরণ করেন ।

বৃক্ষ বা গুল্ম, প্রায়শই কাঁটাযুক্ত, পাতা সরল বা সভঙ্গ, পাতার ধারের নীচে প্রত্যেক শিরার শীর্ষে একটি গ্রন্থি থাকে; ফুল ছোট, সাধারণতঃ ভিন্নবাসী, কদাচিৎ উভলিঙ্গী; বৃত্যাংশ ৪-৫টি, ছোট, ইমব্রিকেট; পাপড়ি অনুপস্থিত; পুংকেশর অনেক, পরাগধানী সর্বমুখী; একটি গ্রন্থিল ডিস্কের উপর ২-৮ কোষ যুক্ত ডিম্বাশয় থাকে, গর্ভদণ্ড ২টি বা অধিক, গর্ভমুণ্ড খাঁজকাঁটা বা দ্বি-খণ্ডিত; প্রত্যেক অমরায় ডিম্বক জোড়ায় থাকে; ফল অবিদারী, চামড়ার মত পেরিকার্প যুক্ত; বীজপত্র বৃত্তাকার ।

মোট প্রজাতি ১৫টি; উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ম্যাসকারানে দ্বীপপুঞ্জ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মালয়েশিয়া ও ফিজিতে এদের বিস্তার; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৫ ও ২টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার ভেষজ ও উপকারী প্রজাতিদের বাংলা নাম বৈঁচ, ও পানিয়ালা ।

গাইনোকার্ডিয়া (Gynocardia) : ব্রিটিশ চিকিৎসক ও খ্যাতনামা উদ্ভিদবিজ্ঞানী, 'ব্রাউনিয়ান মুভমেণ্ট' তত্ত্বের আবিষ্কর্তা এবং গ্রেট ব্রিটেনের বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী স্যার যোসেফ ব্যাঙ্কস-এর গ্রন্থাগারিক রবার্ট ব্রাউন (১৭৭৩-১৮৫৮) এই গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'গাইন' ও কার্ডিয়া শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে স্ত্রী ও হৃৎপিণ্ড; উদ্ভিটির ডিম্বাশয়ের আকারের সঙ্গে তুলনীয় বলে এই নাম ।

ভিন্নবাসী, চিরসবুজ বৃক্ষ, পাতা একান্তর, অখণ্ড, দ্বিসারী; পুষ্পবিন্যাস কয়েকটি ফুলযুক্ত কাক্ষিক গুচ্ছাকার বা কাণ্ডের শরীর থেকে বিরাট শাখায় হয়, বৃতি চর্মবৎ, পাপড়ি রসাল; পুংকেশর অনেক; ডিম্বাশয় ১ কোষ বিশিষ্ট ও অধিগর্ভ, গর্ভদণ্ড ৫টি; কাণ্ডে ফল হয়; ফলের খোসা পুরু, শক্ত ।

প্রজাতি ১টি, বিস্তার পূর্বভারত ও মিয়ানমার; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটি জন্মায়, পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটির বাংলা নাম চালমুগরা বা রামফল বা বন্ধ্রেফল, এটি একটি

উপকারী ভেষজ উদ্ভিদ ।

হোমালিয়াম (Homalium) : অধ্যাপক নিকোলাস যোসেফ ব্যারণ ভন জ্যাকুইন গণটির নামকরণ করেন ।

গ্রীক 'হোমালিয়া' শব্দের অর্থ পৃষ্ঠদেশ সমতল ও মসৃণ, প্রজাতিদের কাণ্ড মসৃণ বলে এই নামকরণ ।

গুল্ম বা বৃক্ষ, কোন কোন সময় অধিমূল থাকে, পাতা সাধারণতঃ চর্মবৎ; ফুল উভলিঙ্গী, মঞ্জরীপত্র স্থায়ী বা আশুপাতী; বৃতিলগ্ন মধুগ্রন্থি থাকে, পাপড়ি বৃত্যাংশের সমান, একান্তরভাবে সজ্জিত; পুংকেশর প্রত্যেক পাপড়ির সামনে একটি বা ২-এর অধিক; গর্ভপত্র ২-৫, ১-কোষ্ঠ বিশিষ্ট অর্ধ অধোগর্ভ ডিম্বাশয়ে যুক্ত; ডিম্বক ১-অনেক, বহুপার্শ্বীয় অমরাবিন্যাসে ঝুলন্ত; গর্ভদণ্ড ২-৯টি, মুক্ত, গর্ভমুণ্ড মুণ্ডাকার; বৃত্যাংশ বা পাপড়ি বা উভয়েই বড় হয়ে ফলের পক্ষ তৈরী করে, বীজপত্র পত্রাকার ।

মোট প্রজাতি ২০০; ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে জন্মায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৬ ও ১টি প্রজাতি জন্মায় ।

অনকোবা (Oncoba) : ফিনল্যাণ্ডে জন্ম সুইডেনের উদ্ভিদ পরিব্রাজক, কার্ল ভন লিনিয়াসের ছাত্র, ইজিপ্টে ও আরবে ডেনমার্কের অভিযানে অংশগ্রহণকারী পের (পিটার) ফর্সকাল (১৭৩২-১৭৬৩) গণটির নামকরণ করেন; ১৭৭৫ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'ফ্লোরা ইজিপ্টিকা আরবিয়া' ।

অনকোবা উদ্ভিদটির আরবীয় নাম অনকোব থেকে গণটির নামকরণ ।

গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ; কাঁটাযুক্ত বা কাঁটাহীন; পাতা একান্তর; ফুল শীর্ষক একক, সাদা ও বড়, উভলিঙ্গী, বৃত্যাংশ ৫টি, আশুপাতী; পাপড়ি ৫টি, নিম্নস্থানী, ক্লযুক্ত, বিডিম্বাকার, আশুপাতী; পুংকেশর অনেক; ডিম্বাশয় মুক্ত, ১ কোষ্ঠীয়, অমরাবিন্যাস বহুপ্রান্তিক, ডিম্বক অনেক, গর্ভদণ্ড বেলনাকার; ফল বেরী, শাঁস যুক্ত; বীজ অনেক ।

মোট প্রজাতি ৫টি; বিস্তার উষ্ণমণ্ডলীয় আফ্রিকা; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় একটি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে, প্রজাতিটির বাংলা নামকরণ করা হয়েছে অনকোবা, সৌন্দর্যবর্ধক ও বেড়ার গাছ হিসাবে বসান হয় ।

জাইলোসমা (Xylosma) : জে.আর. ফর্স্টারের পুত্র জার্মান পরিব্রাজক ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানী যোহান জর্জ অ্যাডাম ফর্স্টার (১৭৫৪-১৭৯৪) গণটির নামকরণ করেন; তাঁর পিতা গ্রেট বৃটেনের ক্যাপ্টেন জেমস কুকের (১৭২৮-১৭৭৯) দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রার সময় তাকে সঙ্গে করে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ায় যান ।

গ্রীক 'জাইলন' ও 'ওসমে' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে কাঠ ও গন্ধ; গণের প্রজাতিদের কাঠ তেতো গন্ধ যুক্ত বলে এই নামকরণ ।

বৃক্ষ বা গুল্ম, সাধারণতঃ ভিন্নবাসী, পর্ণমোচী; সাধারণতঃ কক্ষে কাঁটা থাকে; পাতা একান্তর; ফুল কাক্ষিক, বৃত্যাংশ সাধারণতঃ যুক্ত, পাপড়ি নেই, গর্ভপত্র ২ বা ৩টি, ১ কোষ্ঠ বিশিষ্ট ডিম্বাশয়ে যুক্ত; বহুপার্শ্বীয় অমরাবিন্যাসে ডিম্বক ২ কিংবা কয়েকটি; গর্ভদণ্ড

সাধারণতঃ যুক্ত, গর্ভমুণ্ড সাধারণতঃ ২-৩ খণ্ডিত; ফল শুষ্ক বেরী; বীজ এরিলযুক্ত; বীজপত্র চওড়া ।

মোট প্রজাতি প্রায় ১০০টি; আফ্রিকা ছাড়া ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে এদের বিস্তার; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩ ও ২টি প্রজাতি জন্মায়, একটি প্রজাতির বাংলা নাম কাতারি বা দন্দাল ।

পিটোস্পোরেসি (Pittosporaceae) : পিটোস্পোরাম বা ফুরকে বা খরসানে গোত্র

ব্রিটিশ চিকিৎসক ও খ্যাতনামা উদ্ভিদবিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন গোত্রটির নামকরণ করেন; পিটোস্পোরাম গণটির নাম থেকেই গোত্রটির নামকরণ ।

বৃক্ষ বা গুল্ম বা কোন কোন সময় রোহিণী হয়; পাতা একান্তর, চর্মবৎ, চিরসবুজ, উপপত্র বিহীন, ছাল থেকে প্রচুর পরিমানে রেজিন বেরোয়; ফুল উভলিঙ্গী, সমাঙ্গ; বৃতি, দলমণ্ডল, পুংস্তবক সাধারণতঃ ৫টি করে থাকে, বৃতি প্রায়শই খাড়া ক্লযুক্ত; ডিম্বাশয় অধিগর্ভ; স্ত্রীস্তবক ২-৫টি, যুক্ত, ডিম্বাশয় ১ বা বহু কোষ্ঠীয়, অমরাবিন্যাস বহুপ্রান্তিক বা আক্ষিক; বীজ চকচকে, কালো চটচটে আঠার মত শাঁসে আবদ্ধ ।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\oplus$ ⚥ $K_{৫}\ C_{৫}\ A_{৫}\ \underline{G}_{(২-৩)}$

গোত্রে ৯টি গণ ও প্রায় ২৫০টি প্রজাতি রয়েছে; ভারতে ১টি গণ ও ১১টি প্রজাতি ও পশ্চিমবাংলায় ১টি গণ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার গণটি হলো :

পিটোস্পোরাম (Pittosporum) : ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ পরিব্রাজক, লোক হিতৈষী, বৈজ্ঞানিক, রয়াল সোসাইটির সভাপতি (১৭৭৮-১৮২০) স্যার যোসেফ ব্যাঙ্কস (১৭৪৩-১৮২০) এবং সুইডেনের উদ্ভিদবিজ্ঞানী, পরিব্রাজক, উপসালায় কার্ল ভন লিনিয়াসের ছাত্র (১৭৫০-১৭৫৯), ক্যাপ্টেন জেমস কুকের প্রথম সমুদ্রযাত্রায় (১৭৬৮-১৭৭১) যোসেফ ব্যাঙ্কস এর সফরসঙ্গী, জোসেফ ব্যাঙ্কেস এর গ্রন্থাগারিক ও ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ যাদুঘরের প্রাকৃতিক ইতিহাস বিভাগের রক্ষক কার্লসন ড্যানিয়েল সোলাণ্ডার যুক্তভাবে গণটির নামকরণ করেন ।

গ্রীক 'পিট্রা' ও 'স্পোরোস' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে রেজিন ও একটি বীজ; বীজ আঠাল শাঁসে আবদ্ধ বলে এই নামকরণ ।

মোট প্রজাতি প্রায় ১০০টি; আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ডের ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে এদের বিস্তার; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১১ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার প্রজাতিটির বাংলা নাম ফুরকে বা খরসানে, এটি একটি ভেষজ উদ্ভিদ ।

পলিগ্যালাসি (Polygalaceae): দুগ্ধতরু বা দুধগাছ গোত্র

বিখ্যাত ফরাসী উদ্ভিদবিজ্ঞানী অ্যান্টয়নে লরেন্ট ডি জুসিউ গোত্রটির নামকরণ করেন;

পলিগ্যালা গণের নাম থেকেই গোত্রটির নামকরণ ।

বীরুৎ, গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ, পাতা সরল, অখণ্ড, বিপরীতমুখী বা আবর্ত পত্রবিন্যাস, সাধারণতঃ উপপত্র থাকে না, যখন থাকে উপপত্র সাধারণতঃ কাঁটাময় বা শল্কময়; পুষ্পবিন্যাস রেসিম, স্পাইক বা প্যানিকল, মঞ্জরী বা উপমঞ্জরীপত্রযুক্ত; ফুল ডিপ্লোক্ল্যামাইডিয়াস, মধ্যবর্তীভাবে জাইগোমরফিক; বৃতি সাধারণতঃ ৫টি, কদাচিৎ যুক্ত, ভিতরের দুটি বৃত্যাংশ প্রায়শই বড় ও পাপড়ি সদৃশ, দলমণ্ডল ৫টি, কদাচিৎ সকলে বর্তমান, সাধারণতঃ কেবল ৩টি, সর্ব নিম্নেরটি ও উপরের দুটি পুংকেশর নলে যুক্ত, মধ্যবর্তী সম্মুখবর্তী পাপড়িটি তরীদলের মত; পুংস্তবক ২টি, পঞ্চ মেরাস আবর্তে থাকে, সাধারণতঃ ৮ বা ৭, ৫, ৪ বা ৩টি, সাধারণতঃ খোলা নলের নীচের দিকে যুক্ত; স্ত্রীস্তবক ২-৫টি, যুক্ত ডিম্বাশয় অধিগর্ভ; ফল সামারা, নাট বা বেরী ; বীজ ২টি, এরিলযুক্ত, বীজপত্র বেশ পুরু ।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $⚥ \cdot|\cdot K_{৫}\ C_{৩ \text{ বা } ৫}\ A_{(৪+৪)}\ \underline{G}_{(২)}$

গোত্রে মোট ১২টি গণ ও প্রায় ৮০০ প্রজাতি রয়েছে ; নিউজিল্যাণ্ড, পলিনেশিয়া ও মেরু অঞ্চল ছাড়া এদের বিস্তার বিশ্বজনীন; ভারতে ৪টি গণ ও ৩১টি প্রজাতি এবং পশ্চিমবাংলায় ৩টি গণ ও ১৩টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার গণগুলি হলো :

পলিগ্যালা (Polygala) : কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

গ্রীক 'পলিস' এবং 'গালা' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে অনেক ও দুধ; অধিকাংশ প্রজাতি গোমহিষাদির ভাল খাদ্য বলে এই নামকরণ, ডাইয়োসকরাইডিস এই নামটি ব্যবহার করেছিলেন ।

বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী বীরুৎ বা উপগুল্ম, কদাচিৎ গুল্ম; পাতা সরল, সাধারণতঃ একান্তর, মঞ্জরী বা উপমঞ্জরীপত্র স্থায়ী বা আশুপাতী, কয়েকটি প্রজাতিতে উপপত্রাকার কাঁটা থাকে; অধিকাংশ প্রজাতির ফুলের প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি কিল (তরীদল) দ্বারা ঢাকা থাকে এবং এগুলি খোলে যখন কীট পতঙ্গ ফুলে বসে চাপ দেয়; বৃত্যাংশ ৫টি, অসমান; পাপড়ি ৩টি; পুংকেশর ৮, একগুচ্ছ, ডিম্বাশয় ২ কোষ্ঠীয়, প্রত্যেক কোষ্ঠে একটি করে ডিম্বক থাকে, ডিম্বক ঝুলন্ত; গর্ভমুণ্ডের শীর্ষ চেপ্টা হুড যুক্ত; ফল ক্যাপসুল, ২টি বীজ যুক্ত, বীজ দ্বিখণ্ডিত এরিল যুক্ত ।

মোট প্রায় ৫০০টি প্রজাতি; বিস্তার ক্রান্তীয়, উপক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় এই গণের যথাক্রমে ২৭ ও ১০টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার ভেষজ প্রজাতিগুলি হলো : নেপালি কাঠি বা মার্চা বা করিমা, মেরাদু বা গইঘুরা, বড় মেরাদু, নীলকণ্ঠী বা নীলকাঠি বা বড় গইঘুরা, এশীয়ো সেনেগা ।

স্যালোমোনিয়া (Salomonia) : জোয়াও দে লওরিরো গণটির নামকরণ করেন ।

গ্রীক 'স্যালোস' ও 'মোনাস' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে অস্থির গতি ও একটি ।

বর্ষজীবী বীরুৎ, কখনও মূলে পরজীবী হিসাবে জন্মায়; কাণ্ড কোনাকৃতি, পাতা একান্তর, বৃন্তহীন বা বৃন্তযুক্ত; ফুল বৃন্তহীন, ছোট, শীর্ষক বা কাক্ষিক স্পাইকে গুচ্ছবদ্ধভাবে হয়; বৃত্যাংশ ৫টি, ভিতরের দুটি বড়, স্থায়ী; পাপড়ি ৩টি, নীচের দিকে একটি নলে যুক্ত; নীচের পাপড়ি কিলযুক্ত, মোচড়ানো; পুংকেশর ৪-৫ বা ৬টি, একগুচ্ছ, ডিম্বাশয় ২ কোষ্ঠ বিশিষ্ট, প্রত্যেক কোষ্ঠে ১টি ডিম্বক থাকে, ডিম্বক ঝুলন্ত; গর্ভমুণ্ড শীর্ষে বাঁকানো; ফল ক্যাপসুল, বীজ বৃত্তাকার, কালো ।

মোট প্রজাতি ১২টি; বিস্তার ক্রান্তীয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, উত্তর মেক্সিকো; ভারত ও পশ্চিম বাংলায় ২টি প্রজাতি জন্মায় ।

সেকুরিড্যাকা (Securidaca) : কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন । ল্যাটিন 'সেকুরিস' শব্দের অর্থ কুঠার বা ছোট কুঠার; এই গণের প্রজাতিদের ফলের শীর্ষে পক্ষটির আকার বোঝাতে এই নামকরণ ।

আরোহী গুল্ম, পাতা একান্তর, দ্বিসারী, অখণ্ড, কোন কোন সময় দুটি গ্রন্থি যুক্ত; পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক বা কাক্ষিক সরল রেসিম বা প্যানিকল; বৃত্যাংশ ৫টি, অসমান, ভিতরের দুটি বড়, পাপড়িবৎ; পাপড়ি ৩টি, বেগুনী; পুংকেশর ৮, একগুচ্ছাকার; পরাগধানী ২ কোষ্ঠীয়; ডিম্বাশয় ১ কোষ্ঠীয়, একটি ডিম্বকযুক্ত; ফল একটি বীজ যুক্ত, অবিদারী সামারা, শীর্ষে পক্ষ থাকে বা থাকে না; বীজপত্র পুরু ও রসাল ।

মোট ৮০টি প্রজাতি; উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে এদের বিস্তার; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি করে প্রজাতি জন্মায় ।

ক্যারিয়োফাইলেসি (Cayophyllaceae) : পিঙ্ক বা গোলাপী গোত্র

বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী এ্যান্টয়নে লরেন্ট ডি জুসিউ গোত্রটির নামকরণ করেন; ক্যারিয়োফাইলাস মিল (ডায়াস্থাস লিন) গণটির নাম থেকে গোত্রটির নামকরণ ।

বর্ষ, দ্বিবর্ষ বা বহুবর্ষজীবী বীরুৎ, কদাচিৎ গুল্ম; শাখা দ্ব্যগ্রভাবে বিভাজিত, কাণ্ড পর্বে স্ফীত, পাতা সাধারণতঃ বিপরীতমুখী, কোন কোন সময় একান্তর, কদাচিৎ আবর্তে হয়; পুষ্পবিন্যাস সাধারণতঃ শীর্ষক প্যানিকুলেট বা রেসিমোস এর মত বা ডাইকেসিয়াল সাইম বা সিনসিনাস; ফুল বহুপ্রতিসম, সাধারণতঃ উভলিঙ্গী, কদাচিৎ একলিঙ্গী; বৃতি ৫, মুক্ত বা যুক্ত; দলমণ্ডল ৫ বা শূণ্য; পুংস্তবক ৫ বা ১০, পুংকেশরের গোড়া থেকে মধু নির্গত হয়; স্ত্রীস্তবক ৫-২টি, যুক্ত, ডিম্বাশয় অধিগর্ভ, ডিম্বক ২-অনেক, কদাচিৎ একটি; অমরাবিন্যাস মুক্তকেন্দ্রিক, আক্ষিক বা পাদদেশীয়, গর্ভদণ্ড ১-৫টি, মুক্ত; ফল ক্যাপসুল; বীজ অনেক ।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\oplus$ ⚥ $K_{৫ \text{ বা } (৫)}\ C_{৫ \text{ বা } ০}\ A_{৫ \text{ বা } ১০}\ \underline{G}_{(৫-২)}$

গোত্রটিতে মোট ৭০টি গণ ও ১৭৫০টি প্রজাতি রয়েছে; বিস্তার বিশ্বজনীন, মূলতঃ নাতিশীতোষ্ণ ও আল্পাইন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, কোন কোন সময় ক্রান্তীয় অঞ্চলে কিছু গণ ও প্রজাতি জন্মায়; ভারতে ২৫টি গণ ও ১২২ প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলায় ১৫টি গণ ও ৩২টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার গণগুলি হলো :

অ্যারেনারিয়া (Arenaria) : কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

ল্যাটিন 'অ্যারেনা' শব্দের অর্থ বালি; প্রজাতিরা বালিময় অঞ্চলে জন্মায় বলে এই নাম, এদের বালিতরু বা স্যাণ্ডওয়ার্ট বলে ।

বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী, খাড়া, ভূসায়ী বীরুৎ, অনেক সময় কুশন তৈরী করে; পাতা বিপরীতমুখী, ফুল একক; শীর্ষক বা ডাইকেসিয়াল শীর্ষক বা কাক্ষিক সাইমে হয়, বৃতি ৪ বা ৫টি, মুক্ত, পাপড়ি অখণ্ড বা ঝালর সদৃশ, সাদা বা গোলাপী, কদাচিৎ অনুপস্থিত, পুংকেশর ২-১০টি, নিম্নস্থানী ডিম্বে হয়; ডিম্বাশয় ১ কোষ্ঠীয়, গর্ভদণ্ড ২ বা ৩, সূত্রাকার; ফল ক্যাপসুল, ২-৬টি কপাটিকা যুক্ত; বীজ কয়েকটি ।

মোট ২৫০টি প্রজাতি; বিস্তার নাতিশীতোষ্ণ ও মেরু অঞ্চলে; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২৪ ও ২টি প্রজাতি জন্মায় ।

ব্র্যাকিস্টেম্মা (Brachystemma) : ব্রিটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী, ল্যাম্বার্ট ও লিনিয়ান সোসাইটির কিউরেটর ও গ্রন্থাগারিক ডেভিড ডন (১৭৯৯-১৮৪১) গণটি আবিষ্কার করেন । তিনি মোট ১৫টি গণের আবিষ্কর্তা; তাঁর বিখ্যাত বইটির নাম 'প্রোড্রোমাস ফ্লোরা নেপালেন্সিস', বইটি ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয় । বইটিতে প্রায় ৭০০ প্রজাতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং এর মধ্যে প্রায় ৫০টি নেপালের উদ্ভিদ নয় ।

গ্রীক 'ব্র্যাকিস' ও 'স্টেম্মা' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে ছোট বা ক্ষুদ্র ও মুকুট; উদ্ভিদগুলির কাণ্ড ছোট বলে এই নাম ।

অতিশয় শাখায় বিভক্ত আরোহী বীরুৎ; পাতা বড়, ফুল অসংখ্য, কাক্ষিক বা শীর্ষক প্যানিকল পুষ্পবিন্যাসে হয়; বৃত্যাংশ ৫টি; পাপড়ি ৫টি; পুংকেশর ৫টি, স্ট্যামিনোড ৫টি, গর্ভদণ্ড ২টি; ফল ক্যাপসুল, ৪টি কপাটিকা যুক্ত, বীজ ১টি ।

১টি প্রজাতি; বিস্তার হিমালয় পর্বতমালা ও চীন দেশ, ভারত ও পশ্চিমবাংলায় প্রজাতিটি জন্মায় ।

সেরাস্টিয়াম (Cerastium) : কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

গ্রীক 'কেরাস' শব্দটির অর্থ একটি শিং; প্রজাতিদের ফলের আকৃতি শিং এর মত বলে এই নামকরণ ।

বর্ষ বা বহুবর্ষজীবী বীরুৎ; পাতা ছোট, বৃন্তহীন; পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক দ্বি-বিভাজিত সাইম; বৃত্যাংশ ৫টি, মুক্ত, ধার ঝিল্লিবৎ; পাপড়ি বৃত্যাংশের সমান, শীর্ষ দ্বিখণ্ডিত বা এমার্জিনেট, সাদা; পুংকেশর ১০টি, নিম্নস্থানী; মধুগ্রন্থি থাকে, ডিম্বাশয় ১ কোষ্ঠীয়, গর্ভদণ্ড ৩-৫টি, সূত্রাকার; ফল নলাকার; বীজ অনেক, গোলকাকার বা বৃক্কাকার ।

মোট ৭০টি প্রজাতি; বিস্তার বিশ্বজনীন; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ৭ ও ১টি জন্মায় ।

ডায়ান্থাস (Dianthus) : কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

গ্রীক 'ডাইওস' এবং 'অ্যান্থোস' শব্দদ্বয়ের অর্থ স্বর্গীয় ও ফুল; সৌন্দর্য ও সুগন্ধের জন্য থিওফ্র্যাটাস এদের 'স্বর্গীয় ফুল' বলে অভিহিত করেছিলেন; এথেনের অধিবাসীরা ফুল দিয়ে মাথার মুকুট তৈরী করত বলে এদের অনেককেই 'করোনেসন' বলে; কার্নেসন্ নামটি করোনেসন থেকে উদ্ভূত হয়েছে; ইহাও কথিত আছে যে যেহেতু অধিকাংশ প্রজাতির ফুল মাংসের রঙের, সেইজন্য এদের 'কার্নেসন' বলে; ল্যাটিন 'কানের্সিয়' শব্দের অর্থ মাংস, এর থেকে 'কার্নেসন' শব্দটির উদ্ভব ।

বর্ষ, দ্বিবর্ষ বা বহুবর্ষজীবী বীরুৎ; কদাচিৎ গুল্ম; পাতা সরু, সূত্রাকার, উপবৃত্তাকার বা বল্লমাকার, কোন কোন সময় নীচের দিকে যুক্ত; ফুল একক বা প্যানিকল সাইম পুষ্পবিন্যাসে হয়; উপমঞ্জরীপত্র ২-অনেক, বৃতিলগ্ন; বৃতি নলাকার, ৫-দেঁতো; পাপড়ি লম্বা ক্লযুক্ত, অখণ্ড, দেঁতো বা ঝালর সদৃশ কিন্তু কখনও দ্বিখণ্ডিত নয়, কোন উপাঙ্গ থাকে না; পুষ্পাধার লম্বাটে, এর শীর্ষে পাপড়ি, পুংকেশর এবং ডিম্বাশয় থাকে; পুংকেশর ১০টি, গর্ভদণ্ড ২টি, সূত্রাকার; ফল ক্যাপসুল, বেলনাকার বা ডিম্বাকার, ৪টি দাঁতের দ্বারা বিদারী; বীজ পেল্টেট ।

মোট প্রজাতি প্রায় ৩০০টি; বিস্তার ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৯ ও ৩টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলায় ৩টি প্রজাতি বাগানে চাষ করা হয়; প্রজাতিগুলি হলো : সুইট উইলিয়াম, কার্নেসন, রামধনু পিঙ্ক বা চীনে পিঙ্ক ।

ড্রাইম্যারিয়া (Drymaria) : জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী কার্ল ভন উইল্ডোনোভ (১৭৬৫-১৮১২) এবং সুইজারল্যাণ্ডের (জুরিখের) উদ্ভিদ বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসক, জুরিখের উদ্ভিদ উদ্যানের অধিকর্তা (১৭৯৭-১৮১৯) যোহান জ্যাকব রোয়েমার (১৭৬৩-১৮১৯) ও অস্ট্রিয়ার উদ্ভিদবিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রাণী ও উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক যোসেফ অগাস্ট সুলটেস (১৭৭৩-১৮৩১) যুক্তভাবে গণটির নামকরণ করেন ।

গ্রীক 'ড্রাইমোস' শব্দের অর্থ অরণ্য, প্রজাতিরা অরণ্যের ধারে জন্মায় বলে এই নামকরণ ।

ভূশায়ী বা প্রায় খাড়া বর্ষজীবী বীরুৎ; কাণ্ড দ্বিবিভাজিত, পাতা বিপরীতমুখী চেপ্টা; পুষ্পবিন্যাস কাক্ষিক বা শীর্ষক সাইম বা প্যানিকল; বৃত্যাংশ ৫টি, মুক্ত; পাপড়ি ৩-৫টি, সাদা, সাধারণতঃ দ্বিখণ্ডিত; পুংকেশর ৫টি; ডিম্বাশয় ১ কোষীয়, গর্ভদণ্ড ৩টি; ফল ক্যাপসুল, ৩টি কপাটিকা যুক্ত; বীজ বৃক্কাকার ।

মোট ৪৮টি প্রজাতি; বিস্তার এশিয়া, মালয়েশিয়া, আফ্রিকা, মাদাগাস্কার, আমেরিকা

ও পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে জন্মায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ২টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার ভেষজ প্রজাতিটির বাংলা নাম ফুলকি ।

জিপসোফাইলা (Gypsophila) : কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

গ্রীক 'জিপসোস' ও 'ফিলোস' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে জিপসাম ও পছন্দকরা, এই গণের প্রজাতিরা চুনযুক্ত মাটি পছন্দ করে বলে এই নামকরণ ।

বর্ষ, দ্বিবর্ষ ও বহুবর্ষজীবী বীরুৎ; গ্রন্থিল রোমশ; পাতা বিপরীতমুখী, সূত্রাকার তুরপুনাকার, বল্লমাকার, বিডিম্বাকার, সাধারণত চেপ্টা, প্রায়শই প্রায় রসাল; পুষ্পবিন্যাস শিথিল, ডাইকেসিয়াল পাতাময় সাইম, প্যানিকল বা মাথা ; ফুল উভলিঙ্গী, অসংখ্য, কদাচিৎ একক, পুষ্পাধার লম্বাটে নয়; বৃতি ঘণ্টাকার, কদাচিৎ নলাকার, ৫-দেঁতো; পাপড়ি ৫টি, সাদা থেকে গোলাপী; পুংকেশর ১০টি, ডিম্বাশয় ১ কোষ্ঠীয়, ডিম্বক অনেক; গর্ভদণ্ড ২; ফল ক্যাপসুল ।

মোট প্রজাতি ৮০টি; বিস্তার মূলতঃ ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়া; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩ ও ১টি প্রজাতি জন্মায় । শোভাবর্ধক হিসাবে প্রজাতিটি পশ্চিমবাংলায় ব্যাপক চাষ হয়, এর বাংলা নাম জিপসিফুল ।

লিকনিস্ (Lychnis) : কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

গ্রীক 'লিকনোস' শব্দটির অর্থ একটি ল্যাম্প, থিওফ্র্যাটাস এই গ্রীক প্রাচীন নামটি উদ্ভাবন করেছিলেন, এইগণের অধিকাংশ প্রজাতির ফুলের উজ্জ্বলতার সঙ্গে তুলনা করে এই নামকরণ ।

বর্ষ বা বহুবর্ষজীবী বীরুৎ; ফুল উভলিঙ্গী, বৃতি ক্ষুদ্র ঘণ্টাকার বা ক্যাভেট, নীচের দিক নলাকার; উপর অংশ ৫টি দেঁতো; পাপড়ি লম্বা ক্লযুক্ত, করোনাল স্কেলযুক্ত, লাল বা সাদা, পুংকেশর ১০টি; ডিম্বাশয় ১ কোষ্ঠীয় বা পাদদেশে ৫ কোষ্ঠীয়, গর্ভদণ্ড ৫টি, কার্পোফোর থাকে; ফল ক্যাপসুল, বৃন্তহীন বা বৃন্তযুক্ত, বৃতি দ্বারা ঢাকা; বীজ খুব ছোট । পুংকেশর অনেক সময় কালো ও বাদামী পাউডার যুক্ত, এগুলি কিন্তু পরাগ নয়, একটি ছত্রাকের স্পোর ।

মোট প্রজাতি ১৫টি; বিস্তার নাতিশীতোষ্ণ ইউরোপ ও এশিয়া অঞ্চলে; ভারত ও পশ্চিম বাংলায় যথাক্রমে ৩ ও ২টি প্রজাতি জন্মায় বা চাষ হয়; পশ্চিমবাংলায় প্রজাতি দ্বয়ের বাংলা নাম গোলাপী ক্যাম্পিয়ন বা মুলেন পিঙ্ক ও স্বর্গগোলাপ ।

পলিকার্পিয়া (Polycarpaea) : জিন ক্যাপ্টিস্টে অ্যান্টয়নে পিয়েরে মনেট ডে লার্মাক গণটির নামকরণ করেন; তিনি ফ্রান্সের বাইজ্যান্টিন, পিকার্ডি শহরে ১লা অগাস্ট ১৭৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন, তার পিতা পিয়েরে ডে মনেট ছিলেন একজন জমিদার, খ্রীষ্টীয় যাজক হওয়ার জন্য তার পিতা তাকে অ্যামিয়েন্স এর জেসুট কলেজে ভর্তি করে দেন, ১৭৬০ তার পিতার মৃত্যুর পর কলেজ ত্যাগ করে ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে যোগদান

করেন, তখন ফরাসীদের সঙ্গে জার্মানদের ৭ বছর ব্যাপী যুদ্ধ চলছিল, যুদ্ধে শেষ মুহূর্তে অসীম সাহসিকতার জন্য তাকে কমিশন অফিসার পদে উন্নীত করা হয়, এর ৫ বছর পর তিনি সৈন্যবাহিনী ত্যাগ করেন; পরে তিনি প্যারিস শহরে যান এবং ভেষজ বিজ্ঞান নিয়ে অনুশীলন আরম্ভ করেন এবং পরে চিকিৎসক হওয়ার আশা ত্যাগ করে উদ্ভিদবিদ্যা অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন, ১৭৭৮ সালে 'ফ্লোরে ফ্র্যাঙ্কাইসে' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য তাকে অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সে নির্বাচিত করা হয়, সারা ইউরোপ পরিভ্রমণ করে তিনি অনেক বিরলজাতের উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন এবং এর পর তিনি ২ খণ্ডে 'এনসাইক্লোপেডি মেথোডিকু (কা) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন এবং জার্ডিন ডু রই এ নিযুক্ত হন; ১৭৯৩ সালে এই সংস্থাটিকে মিউজিয়াম ডি হিস্ট্রিয়রে ন্যাচারালে হিসাবে পুনর্গঠিত করা হয়, এবং এখানে তাঁকে অমেরুদণ্ডী প্রাণী বিদ্যার প্রধান করা হয়, যদিও প্রাণীবিদ্যায় তার জ্ঞান ছিল নিতান্তই অগণ্য, পরের জীবনে তিনি প্রাণীবিদ্যার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন; ১৮০৯ সালে ১ খণ্ডে প্রকাশিত 'ফিলোসফি জুলোজিক' গ্রন্থে বিবর্তন, শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিদ্যা সম্পর্কে তার মতবাদ ব্যক্ত করেন। জীবনের শেষ দিকে ৭ খণ্ডে 'ন্যাচারাল ডেস অ্যানিম্যাক্স সানস্ ভাটেব্রেস' (১৮১৫-১৮২২) নামক গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছিলেন, জীবনের শেষ ১০ বছর তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন; ১৮২৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর লামার্ক মারা যান। চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) পূর্বে তিনিই বিবর্তন তত্ত্বের আবিষ্কারক; বিবর্তন সম্পর্কে তার মতবাদ হচ্ছে (১) অর্জিত গুণাবলীর বংশানুসৃতি (২) অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারের তত্ত্ব; পরিব্যক্তি (মিউটেশন) ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন তত্ত্বগুলি আবিষ্কারের পর তাঁর মতবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে।

গ্রীক 'পলিস' ও 'কার্পোস' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে অনেক ও একটি ফল; উদ্ভিদগুলির অত্যাধিক ফল হয় বলে এই নামকরণ।

বর্ষ বা বহুবর্ষজীবী খাড়া বীরুৎ; পাতা সরু, সূত্রাকার, চেপ্টা, বিপরীতমুখী, পুষ্পবিন্যাস বিস্তৃত ও গুচ্ছবদ্ধ সাইম; ফুল অসংখ্য; বৃত্যাংশ ৫টি, স্কেরিয়াস, কোন কোন সময় রঙিন; পাপড়ি ৫টি, অখণ্ড, ২টি দাঁত যুক্ত; পুংকেশর ৫টি, ডিম্বাশয় ১ কোষ্ঠীয়, ডিম্বক অনেক, গর্ভদণ্ড সরু, অখণ্ডিত; ফল ক্যাপসুল, ৩টি কপাটিকা যুক্ত; বীজ ডিম্বাকার বা চেপ্টা।

মোট প্রজাতি প্রায় ৫০টি; ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে প্রজাতিদের বিস্তার; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার ভেষজ প্রজাতিটির বাংলা নাম ধলফুলি বা দলফুলি।

পলিকার্পণ (Polycarpon) : কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'পলিস' ও 'কার্পোস' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে অনেক ও একটি ফল; এই গণের প্রজাতিদেরও অত্যাধিক ফল হয় বলে এই নামকরণ।

ছোট বীরুৎ; দ্ব্যগ্র বিভাজিত, পাতা ডিম্বাকার বা আয়তাকার, বিপরীতমুখী বা আবর্তে গুচ্ছবদ্ধ; উপপত্র স্কেরিয়াস; পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক দ্বিপার্শ্বীয় সাইম; মঞ্জরীপত্র স্কেরিয়াস; বৃত্যাংশ ৫টি, কিল ও হুডযুক্ত; পাপড়ি ৫টি, সরু, বৃত্যাংশের চেয়ে ছোট, ধার স্বচ্ছ; পুংকেশর ৩-৫টি; ডিম্বাশয় ১ কোষ্ঠীয়, গর্ভদণ্ড অখণ্ডিত, গর্ভমুণ্ড ৩টি, ডিম্বক অনেক; ফল ক্যাপসুল, ৩টি কপাটিকা যুক্ত; বীজ অনেক, ডিম্বাকার ।

মোট ১৬টি প্রজাতি; বিস্তার বিশ্বজনীন; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ২ ও ১টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার প্রজাতিটির বাংলা নাম ঘিমা বা সুরেটা, এটি একটি ভেষজ উদ্ভিদ ।

সেওডোস্টেলারিয়া (Pseudostellaria) : জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, অ্যাডলফ এঙ্গলারের (১৮৪৪-১৯৩০) সহকারী ও সহযোগী, ব্রেসলাও এর উদ্ভিদ উদ্যানের অধিকর্তা ও উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক ডঃ ফার্ডিন্যাণ্ড অ্যালবিন প্যাক্স (১৮৫৮-১৯৪২) গণটির নামকরণ করেন।

গ্রীক 'সেওডোস' ও ল্যাটিন 'স্টেলা' শব্দদ্বয়ের অর্থ জাল বা ছদ্ম ও তারা; স্টেলারিয়া গণের প্রজাতিদের সঙ্গে প্রায় সমপ্রকার হলে এই নাম ।

স্টেলারিয়া গণের মত কিন্তু ছোট বীরুৎ, মূল কন্দযুক্ত; উপরের পাতার কক্ষে উন্মীলিত ফুল হয়, পাপড়ি ৫টি, বড়, অখণ্ড বা কদাচিৎ দ্বিখণ্ডিত, বৃতির চেয়ে লম্বা, পুংকেশর ১০টি, উর্বর, পরাগধানী লালচে বেগুনী, ডিম্বাশয় ডিম্বাকার; কোন্ কোন সময় অনুন্মীলিত ফুল নীচের কক্ষে হয়, পাপড়ি ছোট বা অনুপস্থিত; বৃত্যাংশ ৫ বা ৪টি; পুংকেশর ১০ বা শূন্য, গর্ভদণ্ড লম্বা, ডিম্বক অনেক; ফল অনেক বীজযুক্ত ক্যাপসুল; বীজ সাদা, পরে গাঢ় লাল বেগুনি হয় ।

মোট ১৫টি প্রজাতি; বিস্তার ভারত, পূর্ব এশিয়া; ভারতে ১টি প্রজাতি ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রকার জন্মায় ।

স্যাজিনা (Sagina) : কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

ল্যাটিন 'স্যাজিনা' শব্দের অর্থ খাওয়ানো বা পুর দেওয়া । ভেড়া ও ছাগলের খাদ্যের পক্ষে প্রজাতিদের পুষ্টিকর গুণ রয়েছে বলে এই নামকরণ ।

বর্ষ ও বহুবর্ষজীবী বীরুৎ; পুষ্পদণ্ড সরু, ঊর্ধ্বগ বা ভূশায়ী, পাতা অভিমুখী, যুক্ত, উপপত্রহীন, তুরপুনবৎ; পুষ্পবিন্যাস দ্বিপার্শ্বীয় সাইম; বৃত্যাংশ মুক্ত, পাপড়ি যদি থাকে সাদা, পুংকেশর অনেক; ডিম্বাশয় ১ কোষ্ঠীয়, ডিম্বক অনেক, গর্ভদণ্ড ৪-৫টি; ফল ক্যাপসুল, ৪-৫ কপাটিকাযুক্ত; বীজ ক্ষুদ্র ।

মোট ২০-৩০টি প্রজাতি; বিস্তার মূলতঃ এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৪ ও ২টি প্রজাতি জন্মায় ।

স্যাপোনারিয়া (Saponaria) : কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

ল্যাটিন 'স্যাপো' শব্দের অর্থ সাবান, এই সব উদ্ভিদের আঠাল রস জলের সঙ্গে

সাবানের মত ফেনা তৈরী করে বলে এই নামকরণ, সাধারণভাবে একটি প্রজাতিকে সাবানগাছ বা 'সোপওয়ার্ট' বলে; এটি মধ্যযুগে ইউরোপে ভেষজ উদ্ভিদ হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত ।

বর্ষ ও বহুবর্ষজীবী খাড়া বা বিক্ষিপ্ত বীরুৎ; পাতা চওড়া ও চেপ্টা, পুষ্পবিন্যাস দ্বিবিভাজিত সাইম; বৃতি ডিম্বাকার বা আয়তাকার-নলাকার, ৫-দেঁতো; পাপড়ি ৫টি, বৃতির সমান, ক্লযুক্ত, অখণ্ড বা এমার্জিনেট; পুংকেশর ১০টি, গর্ভদণ্ড ২টি, ডিম্বক অনেক; ফল ক্যাপসুল, আয়তাকার, ডিম্বাকার, শীর্ষের ৪টি দাঁত দ্বারা বিদারিত ।

মোট প্রজাতি ৩০টি; ইউরোপ ও এশিয়ার নাতিষীতোষ্ণ অঞ্চলে, বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে জন্মায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবে চাষ হয়; পশ্চিমবাংলার প্রজাতিটির বাংলা নাম সাবান গাছ বা বাউন্সিং বেত, এটি ভেষজ ও শোভাবর্ধক উদ্ভিদ ।

সাইলেন (Silene) : কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

ল্যাটিন 'সাইলেনাস' ও গ্রীক 'সিয়ালন' শব্দের অর্থ ফেনা, কয়েকটি প্রজাতির ফুল ও অন্যান্য অঙ্গ থেকে আঠাল, চটচটে পদার্থ বের হয় বলে এই নাম ।

বর্ষ বা বহুবর্ষজীবী, খাড়া, গুচ্ছবদ্ধ, আঠাল চটচটে, আরোহী বীরুৎ; পাতা অভিমুখী, অখণ্ড, উপপত্র নেই; পুষ্পবিন্যাস বড় প্যানিকল বা ফুল এককভাবেও হয়; বৃতি-৫ খণ্ডিত; পাপড়ি ৫টি, লম্বা ক্লযুক্ত, পাদদেশে প্রায়শই ২টি করোনাল শল্ক থাকে; গাইনোফোর স্পষ্ট; পুংকেশর ১০টি, পাপড়ি লগ্ন; ডিম্বাশয় ১ কোষ্ঠীয়, গর্ভদণ্ড ৩ বা ৫টি; ফল ক্যাপসুল; বীজ বৃক্কাকার; অসংখ্য ।

মোট ৪৫০টি প্রজাতি; ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকার নাতিষীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মায়; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় ২৮ ও ২টি প্রজাতি জন্মায় বা চাষ হয়, সুইট উইলিয়াম বা ক্যাচফ্লাই বা গোলাপী সাইলেন প্রজাতিটি শোভাবর্ধক উদ্ভিদ হিসাবে পশ্চিমবাংলায় চাষ হয় ।

স্পারগিউলা (Spergula) : কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

ল্যাটিন 'স্পার্গো' শব্দের অর্থ ছড়ান বা ছড়িয়ে পড়া, প্রজাতিদের বীজের ছড়িয়ে পড়া বোঝাতে এই নাম ।

বর্ষ বা কদাচিৎ বহুবর্ষজীবী ঊর্ধ্বগ বীরুৎ; পাতা অভিমুখী সরু, উপপত্র ছোট, স্কেরিয়াস, আশুপাতী, পর্বের চারিদিকে যুক্ত নয়; উভয়দিকের পর্বে পাতা গুচ্ছবদ্ধভাবে হয়, পুষ্পবিন্যাস শিথিল দ্বিপার্শ্বীয় সাইম; বৃত্যাংশ ৫টি, মুক্ত, ধার স্কেরিয়াস; পাপড়ি ৫টি, সাদা; পুংকেশর ৫-১০টি, গর্ভদণ্ড ৫টি; ফল ক্যাপসুল ডিম্বাকার থেকে প্রায় গোলকাকার ।

মোট প্রজাতি ৫টি; বিস্তার নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ২টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার ভেষজ প্রজাতিটির বাংলা নাম মুচমুচিয়া বা কর্ণস্পুরি ।

স্টেলারিয়া (Stellaria) : কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

ল্যাটিন 'স্টেলা' শব্দের অর্থ তারা বা নক্ষত্র; প্রজাতিদের ফুল তারাকার বলে এই নামকরণ ।

সরু, নরম, প্রায়শই বিক্ষিপ্ত, গুচ্ছবদ্ধ বা ঊর্ধ্বগ বীরুৎ; পাতা অভিমুখী, উপপত্র হীন, অখণ্ড, ফুল একক বা দ্বিপার্শ্বীয় সাইম পুষ্পবিন্যাসে হয়; বৃত্যাংশ ৫টি, কদাচিৎ ৪টি, মুক্ত; পাপড়ি বৃত্যাংশের সমান; সাদা, সাধারণতঃ গভীরভাবে দ্বিখণ্ডিত, পুংকেশর ১০টি বা কম; মধুগ্রন্থি থাকে; গর্ভদণ্ড ৩টি, কদাচিত ২-৫টি; ডিম্বাশয় ১ কোষ্ঠীয়, ডিম্বক অনেক; ফল ক্যাপসুল, গোলকাকার বা ডিম্বাকার; বীজ অনেক, গোলকাকার থেকে বৃক্কাকার ।

মোট ১২০টি প্রজাতি; বিস্তার মূলতঃ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ১৭ ও ১০টি প্রজাতি জন্মায়, পশ্চিমবাংলার ভেষজ প্রজাতিটির নাম সাদা ফুলকি বা তারা ।

ভ্যাকেরিয়া (Vaccaria) : জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী, ম্যানহিয়েমের উদ্ভিদ উদ্যানের অধিকর্তা, উত্তর আমেরিকার উদ্ভিদ সম্পর্কে লেখক, ফ্রিডরিখ কাশিমির মেডিকুস (১৭৩৬-১৮০৮) গণটির নামকরণ করেন ।

ল্যাটিন 'ভ্যাকেরিয়া' শব্দের অর্থ গোচারণভূমি; প্রজাতিরা গোমহিষাদির খাদ্য বলে এই নামকরণ ।

রোমহীন বর্ষজীবী বীরুৎ; ঘাসের মধ্যে জন্মায়, কাণ্ড খাড়া, পাতা অভিমুখী আয়তাকার, বল্লমাকার, নীচের দিকে যুক্ত; পুষ্পবিন্যাস করিম্বিফর্ম; ফুল লাল; বৃতি ডিম্বাকার-পিরামিডাকার, ৫ কোনা, বৃতি নল ৫টি দাঁত সমেত পক্ষযুক্ত; পাপড়ি ৫টি, লিম্ব বিডিম্বাকার, দেঁতো; পুংকেশর ১০টি, ডিম্বাশয় ২ কোষ্ঠীয়, কদাচিৎ ৩ কোষ্ঠীয়, অনেক ডিম্বকযুক্ত, গর্ভদণ্ড ২টি, কদাচিৎ ৩টি; ফল ক্যাপসুল, শীর্ষে ৪-৫টি দাঁত যুক্ত; বীজ অনেক, গোলকাকার ।

মোট ৩টি প্রজাতি; বিস্তার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি জন্মায় বা চাষ হয়; পশ্চিমবাংলার প্রজাতিটির বাংলা নাম সাবুনি, এটি ভেষজ ও শোভাবর্ধক উদ্ভিদ ।

পর্টুলাকেসি (Portulacaceae) : পর্টুলেকা বা পর্টুলাকা গোত্র।

বিখ্যাত ফরাসী উদ্ভিদবিজ্ঞানী অ্যানটয়নে লরেন্ট ডি জুসিউ গোত্রটির নামকরণ করেন; পর্টুলাকা গণের নাম থেকেই গোত্রটির নামকরণ ।

বর্ষ ও বহুবর্ষজীবী, প্রায় রসাল বীরুৎ বা গুল্ম; অধিকাংশই শাখায় বিভক্ত, ব্রততী বা খাড়া, প্রায়শই পর্ব থেকে শিকড় গজায়, কিছু প্রজাতির কাণ্ডের পাদদেশ কাষ্ঠল বা প্রধানমূল কন্দাকৃতি; পাতা সরল, একান্তর এবং সর্পিলভাবে বিন্যস্ত বা অভিমুখী, প্রায়

বৃন্তহীন, বিডিম্বাকার বা সূত্রাকার বেলনাকার বা উপবৃত্তাকার, কিছু প্রজাতির পর্বে রোম বা স্কেল থাকে; পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক এবং/বা. কাক্ষিক গুচ্ছবদ্ধ বা করিম্বোস সাইম বা থিরসে, ডাইকেশিয়া, কদাচিৎ ফুল একক হয়; ফুল উভলিঙ্গী, সমাঙ্গ, মঞ্জরীপত্র থাকে বা থাকে না, বৃত্যাংশ ২টি, সিম্বিফর্ম, ক্যারিনেট বা নয়, আশুপাতী, নীচের দিকে যুক্ত, পাপড়ি ৪-৫টি, অধিকাংশ বিডিম্বাকার, প্রায় অসমান, মুক্ত, বিভিন্ন রঙের; পুংস্তবক ৫+৫ বা ৫টি, পাপড়ির বিপরীতে থাকে, স্ত্রীস্তবক ২-৮, সাধারণতঃ ৩টি, যুক্ত, ডিম্বাশয় অধিগর্ভ, কেবল পর্টুলাকা গণে ডিম্বাশয় অধগর্ভ; ফুল থেকে মধু নির্গত হয়; ডিম্বাশয় ১ কোষ্ঠীয়, ডিম্বক ৪-অনেক, অমরাবিন্যাস মুক্তকেন্দ্রিক, গর্ভদণ্ডের শীর্ষে ৩-৫টি কাঁটা থাকে; ফল ক্যাপসুল, গোলকাকার, ডিম্বাকার, শঙ্কু আকার; বীজ অনেক, বৃক্কাকার থেকে বৃত্তাকার ।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\oplus ⚥ K_{২} C_{৪ \quad ৫} A_{৫+৫ \text{ বা } ৫} \underline{G}_{(৩ \quad ৫)}$

এই গোত্রে মোট ১৫টি গণ ও ২০০ প্রজাতি রয়েছে, বিস্তার বিশ্বজনীন; ভারতে ৩টি গণ ও ৯টি প্রজাতি, পশ্চিমবাংলায় ৩টি গণ ৮টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার গণগুলি হলো :

পর্টুলাকা (Portulaca) : কার্ল ভন লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

ইংরেজী নাম পার্সলেন, বাংলা নাম বড় লোনিয়া বা লুনিয়ার ল্যাটিন নাম 'পর্টুলাকা'; এর থেকেই গণটির নামকরণ ।

অধিকাংশ প্রজাতি রসাল বা প্রায় রসাল, বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী, পরিব্যপ্ত বা বিক্ষিপ্ত বীরুৎ; কোন কোন প্রজাতির প্রধান মূল কন্দাকৃতি; উপপত্র থাকে; পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক বা কাক্ষিক, ফুল একক বা গুচ্ছবদ্ধ, পাতা ফুলের নীচে চক্রাকারে বা আবর্তে থাকে; বৃত্যাংশ কিলযুক্ত বা হুড্‌যুক্ত, স্থায়ী বা আশুপাতী, নীচের দিকে যুক্ত, ডিম্বাশয়ে লগ্ন; পাপড়ি ৪-৬টি, হলদে বা গোলাপী; পুংকেশর ৪ থেকে অনেক, ডিম্বাশয় অর্ধ অধোগর্ভ, গর্ভদণ্ড ২টি; ফল ক্যাপসুল, সূক্ষ্মভাবে টিউবারকুলেট ।

মোট প্রজাতি প্রায় ২০০টি; বিস্তার ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ৬ ও ৫টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলায় শোভাবর্ধক উদ্ভিদটির নাম পর্টুলাকা বা নাইন ও ক্লক ফুল বা গোলাপী মস, ভেষজ প্রজাতিদের বাংলা নাম বড় ও ছোট লোনিয়া বা লুনিয়া এবং কন্দ লুনিয়া ।

পর্টুলাকেরিয়া (Portulacaria) : অস্ট্রিয়ার উদ্ভিদবিজ্ঞানী, অধ্যাপক নিকোলাস যোসেফ ব্যারণ ভন জ্যাকুইন গণটির নামকরণ করেন ।

সম্পর্কিত 'পর্টুলাকা' গণের নাম থেকেই গণটির নামকরণ ।

রসাল গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ; রোমহীন, পাতা অভিমুখী, বিডিম্বাকার, আশুপাতী; ফুল ছোট, গোলাপী, গুচ্ছবদ্ধ; বৃত্যাংশ ২টি, স্থায়ী; পাপড়ি ৫টি, স্থায়ী; পুংকেশর ৪-৭টি;

ডিম্বাশয় অধিগর্ভ, ৩ কোনা, গর্ভমুণ্ড বৃন্তহীন; ফল অবিদারী ৩ পক্ষযুক্ত; বীজ ১টি।

মোট প্রজাতি ২টি; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ১টি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে; প্রজাতিটি শোভাবর্ধক হিসাবে এখানে চাষ হয়; বাংলা নাম বৃক্ষ পর্টুলাকা বা স্পেকবুম বা হাতী খাদ্য।

ট্যালিনাম (Talinum) : ফরাসী উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, মাইকেল অ্যাডানসন গণটির নামকরণ করেন।

শক্ত মূল সমেত বহুবর্ষজীবী বীরুৎ বা গুল্ম ; পাতা একান্তর, সর্পিলভাবে সজ্জিত, কোন কোন সময় সর্বনিম্ন পাতা অভিমুখী, সূত্রাকার থেকে বিডিম্বাকার, বৃন্তহীন বা ছোট বৃন্তযুক্ত, উপপত্র থাকে না; পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক করিম্বিফর্ম, থিরসয়েড, রেসিমিফর্ম ও প্যানিকুলিফর্ম; বৃত্যাংশ মুক্ত, ডিম্বাকার, আশুপাতী; পাপড়ি ৫টি, লাল-গোলাপী, পুংকেশর ৫-অনেক, ডিম্বাশয় অধিগর্ভ; ফল গোলাকার বা উপবৃত্তাকার, তিনটি কপাটিকা যুক্ত; বীজ অনেক, টিউবারকুলেট, মসৃণ, চকচকে।

মোট প্রজাতি ৫০টি; বিস্তার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা অঞ্চলে; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় ২টি প্রজাতি প্রবর্তিত হয়েছে; একটি সবজি হিসাবে ও অন্যটি শোভাবর্ধক হিসাবে বাগানে চাষ হয়; দুটি প্রজাতির বাংলা নাম ট্যালিনাম বা ত্যালিনাম ও ঝলক ফুল।

ট্যামারিকেসি (Tamaricaceae) : ঝাউ গোত্র

জার্মান প্রকৃতি দার্শনিক ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, ১৮১১-১৮১৫ সাল পর্যন্ত ব্রেসলাউ উদ্ভিদ উদ্যানের অধিকর্তা, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ অধ্যাপক (১৮২৫-১৮৫১), উইলডেনোভোর উত্তরাধিকারী যোহান হেনরিখ ফ্রিড্রিখ লিঙ্ক (১৭৬৭-১৮৫১) গোত্রটির নামকরণ করেন।

ট্যামারিক্স গণের নাম থেকে গোত্রটির নামকরণ।

মরুভূমি স্তেপ বা শুষ্ক, তৃণাবৃত এবং নিস্পাদপ প্রান্তর ও উপকূলবর্তী অঞ্চলের লাবণিক, জঙ্গলা বা মরুজ উদ্ভিদ; গুল্ম, উপগুল্ম বা বৃক্ষ, শাখা সরু ও সর্পিল; পাতা সাধারণতঃ বৃন্তহীন, কোন কোন আবরণময়, কদাচিত প্রায় বৃন্তহীন, সাধারণতঃ রসাল এবং লবণ নিশরণ গ্রন্থিযুক্ত; পুষ্পবিন্যাস রেসিম, প্যানিকল, স্পাইকের মত রেসিম, বা স্পাইক; কোন কোন সময় ফুল এককও হয়; ফুল সমাঙ্গ, উভলিঙ্গী বা ভিন্নবাসী উদ্ভিদে কদাচিৎ একলিঙ্গী, বৃত্যাংশ ৪-৫টি, যুক্ত, স্থায়ী; পাপড়ি ৪-৫টি, মুক্ত, স্থায়ী, পুংস্তবক (পুংকেশর) ৪-১০টি, পরাগধানী ২ কোষ্ঠীয়; স্ত্রীস্তবক ৪-৫টি, যুক্ত, বা ২টি যুক্ত, ডিম্বাশয় অধিগর্ভ, ১ কোষ্ঠীয়, প্রত্যেক অমরাবিন্যাসে ডিম্বক ২-অসংখ্য; ফল ক্যাপসুল, পিরামিড বা বোতল আকার, ৩-৫ কোনা; বীজ রোমশ, বীজপত্র চেপ্টা।

পুষ্পসঙ্কেতঃ $\oplus$ ⚥ $K_{(৪\ \ ৫)}\ C_{(৪\ \ ৫)}\ A_{৪-৫ \text{ বা } ৮-১০ \text{ বা } \infty}\ \underline{G}_{(৪-৫) \text{ বা } (২}$

মোট ৪টি গণ ও ৯০টি প্রজাতি; বিস্তার মূলতঃ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার নাতিশীতোষ্ণ ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে; ভারতে ৩টি গণ ও ১৬টি প্রজাতি এবং পশ্চিমবাংলায় ১টি গণ ও ৫টি প্রজাতি জন্মায় বা বসান হয়; পশ্চিমবাংলার গণটি হলো :

ট্যামারিক্স (Tamarix) : কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

পিরেনিস পর্বতমালার নিকটে ট্যামারিস নদীর নাম থেকে 'ট্যামারিক্স' ল্যাটিন নামটির উদ্ভব হয়েছে; ঐ নদীর ধারে বড় লাল বা রক্ত ঝাউ প্রজাতিটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল ।

গুল্ম বা ছোট বৃক্ষ; পাতা একান্তর, শল্কের মত, বৃন্তহীন, কাণ্ডবেষ্টক বা আবরণ সৃষ্টিকারী, ঘনভাবে লেগে থাকে, উপপত্র নেই, পুষ্পবিন্যাস শীর্ষক ও পার্শ্বীয় স্পাইক বা রেসিম বা প্যানিকল; ফুল মঞ্জরীপত্র যুক্ত; অধিকাংশই উভলিঙ্গী, বৃত্যাংশ ও পাপড়ি ৪-৫টি; পুংকেশর ৫-১০টি, মুক্ত; ডিস্কের উপর বা নীচে যুক্ত; পরাগধানী এপিকুলেট, ডিস্ক বিভিন্ন আকারের হয়, ডিম্বাশয় মুক্ত, গর্ভদণ্ড ৩-৪টি, গর্ভমুণ্ড চমশাকার; ফল পিরামিড আকার, ৩টি কপাটিকাযুক্ত; বীজ অনেক ।

মোট ৬০টি প্রজাতি; ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার মূলতঃ মরুভূমি বা প্রায় মরুভূমির স্তেপ বা শুষ্ক তৃণাবৃত ও নিষ্পাদপ প্রান্তরের লবণাক্ত অঞ্চলে ও পর্বতমালার নদীর ধারে জন্মায়; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৯ ও ৫টি প্রজাতি জন্মায় বা বসানো হয়; পশ্চিমবাংলার ভেষজ প্রজাতিদের বাংলা নাম বড় লাল বা রক্ত ঝাউ এবং বড় বন-ঝাউ; শোভাবর্ধক হিসাবে এখানে বড় রক্ত ঝাউ ও চীনে ঝাউ প্রজাতিদ্বয় বসান হয় ।

ইলাটিনেসি (Elatinaceae) : কেশুরিয়া গোত্র

বেলজিয়াম দেশের রাজনীতিবিদ্ ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী বার্থেলেমাই চার্লস যোসেফ ডুমোর্টিয়াস (১৭৯৭-১৮৭৮) গোত্রটির নামকরণ করেন । ইলাটিনে গণটির নাম থেকে গোত্রটির নামকরণ ।

বর্ষ বা বহুবর্ষজীবী, জলজ, অর্ধজলজ বীরুৎ বা উপগুল্ম ; পাতা সরল, অভিমুখী বা আবর্তে হয়, অখণ্ড, সভঙ্গ-ক্রকচ, উপপত্র থাকে; ফুল সমাঙ্গ, উভলিঙ্গী, অধিগর্ভ, ক্ষুদ্র, একক, কাক্ষিক বা দ্বিপার্শ্বীয় সাইমে হয়; বৃত্যাংশ ২-৫টি, মুক্ত বা কদাচিৎ গোড়া যুক্ত, পাপড়ির সঙ্গে একান্তর ভাবে থাকে, স্থায়ী; পাপড়ি ২-৫টি, মুক্ত; পুংকেশর ২টি আবর্তে পাপড়ির সমসংখ্যক বা দ্বিগুণ; ডিম্বাশর ২-৫টি গর্ভপত্রযুক্ত, অধিগর্ভ, ৩-৫ কোষ্ঠীয়, অমরাবিন্যাস আক্ষিক, ডিম্বক অনেক, গর্ভদণ্ড ৩-৫টি, কদাচিৎ ২টি, মুক্ত, ছোট, গর্ভমুণ্ড ক্যাপিটেট বা গোলকাকার; ফল ক্যাপসুল; বীজ অনেক ।

পুষ্পসঙ্কেত ঃ $\oplus$ ⚥ $K_{২-৫}\ C_{২-৫}\ A_{২-৫\text{ বা }৪-১০}\ \underline{G}_{(২-৫)}$

গোত্রটিতে ২টি গণ ও ৪০টি প্রজাতি রয়েছে; বিস্তার সারা পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ ও ক্রান্তীয় অঞ্চলে; ভারতে ২টি গণ ও ৮টি প্রজাতি, পশ্চিমবাংলায় ১টি গণ ও ৩টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার গণটি হলো :

বার্জিয়া (Bergia) : কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

সুইডেনের উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও স্টকহলমের প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপক পিটার যোহানাস বার্জিয়াস (১৭৩০-১৭৯০) এর স্মরণে ও সম্মানার্থে গণটির নামরকণ ।

বর্ষ ও বহুবর্ষজীবী বীরুৎ বা উপগুল্ম ; কাণ্ড খাড়া, উর্ধ্বগ; পাতা অভিমুখী বা প্রায় তারাবর্ত, ক্ষুদ্র দেঁতো বা অখণ্ড, আয়তাকার-উপবৃত্তাকার, উপপত্র থাকে; ফুল একক বা কক্ষে ঘন ও গুচ্ছবদ্ধভাবে হয়, মঞ্জরীপত্র থাকে; বৃত্যাংশ ডিম্বাকার-আয়তাকার থেকে বল্লমাকার; পাপড়ি ডিম্বাকার-আয়তাকার, ঝিল্লিবৎ; পুংকেশর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৫টি, বা পাপড়ির দ্বিগুণ, ডিম্বাশয় গোলকাকার বা উপবৃত্তাকার, ৫ কোষীয়, গর্ভদণ্ড ছোট, সোজা বা বাঁকানো, গর্ভমুণ্ড ক্যাপিটেট; ফল গোলকাকার; বীজ অসংখ্য, মসৃণ, আয়তাকার ।

মোট ২০টি প্রজাতি; বিস্তার নাতিশীতোষ্ণ ও ক্রান্তীয় অঞ্চলে; ভারত ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৫ ও ৩টি প্রজাতি জন্মায়; পশ্চিমবাংলার ২টি প্রজাতির নাম লাল কেশুরিয়া ও সাদা কেশুরিয়া ।

হাইপেরিকেসি (Hypericaceae) : হাইপেরিকাম গোত্র ।

বিখ্যাত ফরাসী উদ্ভিদবিজ্ঞানী অ্যানটয়নে লরেন্ট ডি জুসিউ গোত্রটির নামকরণ করেন; হাইপেরিকাম গণটির নাম থেকে গোত্রটির নামকরণ ।

বর্ষ ও বহুবর্ষজীবী বীরুৎ, গুল্ম, বৃক্ষ, কদাচিৎ রোহিণী; পাতা সরল, বিপরীত তির্যকপত্র, তারাবর্ত, কদাচিৎ একান্তর, অখণ্ড, গ্রন্থিযুক্ত দেঁতো, প্রায়শই ঈষদচ্ছ দাগ থাকে এবং কোন কোন সময় কালো বা লাল গ্রন্থিল ফুটকি বা বিন্দু এবং লাইন থাকে, উপপত্র নেই; ফুল উভলিঙ্গী, সমাঙ্গ, হলদে, লাল বা সাদা, শীর্ষক এবং কোন কোন সময় কাক্ষিক, কদাচিৎ একক থাকে বা ১-অনেক ফুলযুক্ত সাইম থেকে থিরসয়েডে এবং কদাচিৎ রেসিমোস বা করিম্বোস পুষ্পবিন্যাসে হয়; বৃত্যাংশ ৪-৫টি, মুক্ত, অখণ্ড, ধার খণ্ডিত এবং প্রায়ই গ্রন্থি থাকে; পাপড়ি ৪-৫টি, মুক্ত, বৃন্তহীন, বা ক্লযুক্ত, অখণ্ড বা খণ্ডিত, প্রায়শই গ্রন্থিল, কোন কোন সময় মধুগ্রন্থির উপাঙ্গ থাকে, রোমহীন, আশুপাতী বা স্থায়ী; পুংকেশর অনেক, মুক্ত বা ৩-৫টি গোষ্ঠীতে যুক্ত, পরাগধানী দ্বিকোষীয়, পৃষ্ঠলগ্ন, গর্ভপত্র ৩-৫টি, যুক্ত, ডিম্বাশয় অধিগর্ভ, ৩-৫টি কোষ্ঠীয়, কদাচিৎ ১ কোষ্ঠীয়, অমরাবিন্যাস বহুপ্রান্তিক, ডিম্বক কয়েকটি থেকে অনেক, গর্ভদণ্ড ৩-৫টি, মুক্ত বা নীচের দিকে যুক্ত, গর্ভমুণ্ড পাংটিফর্ম বা ক্যাপিটেট; ফল ক্যাপসুল, ৩-৫টি কপাটিকাযুক্ত, কচাচিৎ বেরী; বীজ ১-অনেক ।

পুষ্পসঙ্কেত : $\oplus$ ⚥ $K_{৪-৫}\ \overline{C_{৪-৫}\ A_{(৩-৫),(৬-৮)}}\ \underline{G}_{(৩-৫)}$

গোত্রটিতে মোট ৭টি গণ ও ৫৫০টি প্রজাতি রয়েছে ; মেরু ও পলিনেশিয়ার অঞ্চলগুলি ছাড়া এদের বিস্তার বিশ্বজনীন; ভারতে ৩টি গণ ও ২৯টি প্রজাতি, পশ্চিমবাংলায় ২টি গণ ও ১৮টি প্রজাতি জন্মায় ; পশ্চিমবাংলার গণগুলি হলো :

ক্র্যাটোজাইলাম (Cratoxylum) : জার্মানীতে জন্ম ওলন্দাজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী কার্ল লুডউইগ ব্লুম গণটির নামকরণ করেন ।

গ্রীক 'ক্র্যাটোস' ও 'জুলিন' শব্দ দ্বয়ের অর্থ যথরক্রমে শক্ত ও কাঠ; প্রজাতিদের কাঠ খুব শক্ত বলে এই নামকরণ ।

গুল্ম বা বৃক্ষ, পর্ণমোচী বা চিরসবুজ, পাতা সরল, বৃন্তযুক্ত বা বৃন্তহীন, অভিমুখী, অখণ্ড, পাতলা; পড়ন্ত পাতার কক্ষে গুচ্ছবদ্ধ বা শীর্ষক বা কাক্ষিক প্যানিকলে ফুল হয়; মঞ্জুরীপত্র ক্ষুদ্র, আশুপাতী; বৃত্যাংশ ৫টি, স্থায়ী, চর্মবৎ, অধিকাংশই বৃদ্ধিশীল; পাপড়ি ৫টি, আশুপাতী বা প্রায় স্থায়ী, টকটকে লাল, গোলাপী বা সাদা; পুংকেশর ৩ বা ৫টি গুচ্ছে থাকে, অসমান, পরাগধানী প্রায় স্থায়ী, পৃষ্ঠলগ্ন, অধিগর্ভ শঙ্ক ৩টি, রসাল; ডিম্বাশয় ৩ কোষ্ঠীয়, ডিম্বক প্রত্যেক কোষ্ঠে ৪-অনেক; অমরাবিন্যাস আক্ষিক; গর্ভদণ্ড মুক্ত; ফল ডিম্বাকার উপবৃত্তাকার থেকে উপবৃত্তাকার-আয়তাকার, ৩টি কপাটিকা যুক্ত; বীজ আয়তাকার, চারিদিকে পক্ষযুক্ত বা আয়তাকার থেকে বিডিম্বাকার, পক্ষ একপার্শ্বীয় ।

মোট প্রজাতি ৬টি; বিস্তার ক্রান্তীয় এশিয়া অঞ্চলে; ভারতে ও পশ্চিমবাংলায় যথাক্রমে ৩ ও ১টি প্রজাতি জন্মায় ।

হাইপেরিকাম (Hypericum) : কার্ল লিনিয়াস গণটির নামকরণ করেন ।

গ্রীক 'হাইপরাইকন' শব্দটি 'হাইপার' ও 'আইকন' শব্দদ্বয় থেকে উদ্ভূত, 'হাইপার' ও 'আইকন' শব্দদ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে উপর ও প্রতিমা; প্রাচীনকালে মনে করা হত এইগণের অন্তর্গত উদ্ভিদগুলি ভূতপ্রেত তাড়িয়ে দেয়, এদের সাধারণভাবে, বলা হত সেন্ট জন্‌সওয়ার্ট; প্রাচীনকালে মধ্য গ্রীষ্মকালীন উৎসবের সময় 'হাইপেরিকাম' প্রজাতিদের ফুল প্রতিমার উপরে স্থাপন করা হত, পরে এই উৎসব সেন্ট জন আনন্দোৎসব নামে অভিহিত হয়েছিল (২৪ শে জুন); সেন্টজন দিবসে সাধারণ প্রথা ও রীতি অনুসারে ভূতপ্রেত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাড়ীর দরজায় মাথায় 'হাইপেরিকাম পারফোরেটাম' প্রজাতির ফুল টাঙ্গিয়ে রাখা হত, খ্রীষ্টান মানুষরা মধ্যযুগে ক্রুসেডের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্যে এইফুল নিজের কাছে রাখত, কারণ বীরুৎটির রস সেন্ট জনের রক্ত হিসাবে বিবেচিত হত ।

ঈষদচ্ছ কালো ও বাদামী গ্রন্থি যুক্ত বীরুৎ বা গুল্ম, পাতা বৃন্তহীন, অভিমুখী; ফুল হলদে, একক বা শীর্ষক এক বা দ্বিপার্শ্বীয় সাইম বা পানিকলে হয় ; বৃত্যাংশ ৫টি, পাংটেট থেকে গ্রন্থিল; পাপড়ি ৫টি বা কদাচিৎ ৪টি, হলদে, আশুপাতী ও স্থায়ী; পুংকেশর মুক্ত বা ৩-৫টি গুচ্ছে হয়, বিভিন্নভাবে যুক্ত, আশুপাতী বা স্থায়ী; পরাগধানী পৃষ্ঠলগ্ন; ডিম্বাশয় ১-৫ কোষ্ঠীয়, অমরাবিন্যাশ বহুপ্রান্তিক, আক্ষিক, বা প্রায় কেন্দ্রিক; গর্ভদণ্ড ৩-৫টি, মুক্ত,